ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

৯ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
ফাতেমা আফরোজ, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
জুলিয়েট রোজেটি, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

তথ্য সংগ্রহ
মো: শরীফুল ইসলাম সরকার, গবেষণা সহকারী, *রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণার ধরনাপত্র প্রণয়ন, প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সকল সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৯৫১
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র **পৃষ্ঠা**

মুখবন্ধ **৫**

অধ্যায় এক: ভূমিকা **৬-৮**
প্রেক্ষাপট ৬
সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা ৬
বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির ক্রমবিকাশ ৭
গবেষণার যৌক্তিকতা ৭
গবেষণার উদ্দেশ্য ৮
গবেষণার আওতা ৮
গবেষণার পদ্ধতি ৮
গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৮
প্রতিবেদন কাঠামো ৮

অধ্যায় দুই: সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বিশ্লেষণ **৯-১৮**
সংসদীয় কমিটি পরিচালনার আইনগত ভিত্তি: কার্য পরিধি, ক্ষমতা ও এখতিয়ার ৯
গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহ ৯
- কমিটি গঠন ও দলীয় প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থের সংঘাত ১০
- কমিটির সভা অনুষ্ঠান ১১
- সভায় অংশগ্রহণ ১২
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা ১৩
- কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ১৩
- কমিটির তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ ১৬
- কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা ১৬
- নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ১৬
- সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা ১৭
- তথ্যের উন্মুক্ততা ১৮

অধ্যায় তিন: বিভিন্ন দেশের সংসদীয় কমিটির সাথে তুলনা **১৯-২১**
কমিটি গঠনের আইনগত ভিত্তি ও কমিটি গঠন ১৯
বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে কমিটির কার্যক্রমের তুলনা ১৯

অধ্যায় চার: সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যকরতার চ্যালেঞ্জসমূহ **২২-২৬**
আইনগত চ্যালেঞ্জ ২২
আইনের প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ ২৩
রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ ২৩
প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জসমূহ ২৪
কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ২৬

অধ্যায় পাঁচ: উপসংহার ও সুপারিশমালা ২৭-২৮
সার্বিক পর্যবেক্ষণ ২৭
সুপারিশ ২৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২৯

পরিশিষ্ট ১: গবেষণায় কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটি ৩০
পরিশিষ্ট ২: দশম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক সংখ্যা ৩০
পরিশিষ্ট ৩: নবম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক সংখ্যা ৩১
পরিশিষ্ট ৪: সংশ্লিষ্ট কেসসমূহ ৩২
পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন দেশের কমিটি ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র ৩৩

পৃষ্ঠা

সারণির তালিকা

সারণি ১.১: বিভিন্ন সংসদে গঠিত সংসদীয় কমিটি ৭
সারণি ২.১: সংসদে ও কমিটিতে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব ১০
সারণি ২.২: সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নিযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা (নবম সংসদ) ১১
সারণি ২.৩ : বিভিন্ন কমিটিতে উপস্থিতির হার (নবম সংসদ) ১২
সারণি ২.৪: কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের ধরন ও বাস্তবায়নের হার ১৪
সারণি ২.৫: সংসদ সচিবালয়ের জনবল ১৭

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: কমিটি সভায় দুই বা ততোধিক কার্যদিবসে অনুপস্থিত সদস্য সংখ্যা ১৩
চিত্র ২.২: কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার (নবম সংসদ) ১৪
চিত্র ২.৩: সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ধরন ১৫
চিত্র ২.৪: কমিটি সভায় নারী ও পুরুষ সদস্যের উপস্থিতি ১৭
চিত্র ৪: সংসদীয় কমিটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ ২৬

বক্সের তালিকা

বক্স ১: সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত ১১
বক্স ২: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা ১৫
বক্স ৩: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তলব অগ্রাহ্য করা ১৬

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করে চলছে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদ অন্যতম। আইনসভার গতিশীলতা ও সফলতার জন্য সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা সক্রিয় ও কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে কার্যকর সংসদীয় কমিটির কথা বলা হয়েছে। নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি সংসদীয় কার্যক্রমের ওপর জনগণের আস্থা অর্জনে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তনের পর থেকে কমিটি ব্যবস্থার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলেও তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর হয় নি। বিশেষ করে নবম ও দশম জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সার্বিকভাবে এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অগ্রগতি লক্ষ করা যায় না। কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানে বিধি লঙ্ঘন এবং সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় সংসদ তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের শুরু থেকে পার্লামেন্টওয়াচ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংসদীয় কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

টিআইবি'র গবেষক ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি এই গবেষণাটি পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালকসহ অন্যান্য সহকর্মী তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে প্রতিবেদনটির উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান, উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি, এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ এবং সুপারিশ সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

আধুনিক আইনসভা যে কয়টি প্রাতিষ্ঠানিক ক্রমবিকাশের মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থার প্রবর্তন। কমিটি হচ্ছে সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোনো কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোনো সাব-কমিটি।[১] দেশের নির্বাহী এবং আইন বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরিতে সহায়তা করে সংসদীয় কমিটি। একটি দেশের আইনসভাকে প্রকৃতপক্ষে এর কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে জানা যায়। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় একক (প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি) ও সামষ্টিক ব্যবস্থা (সংসদীয় কমিটি) এই দুই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। একক ব্যবস্থার তুলনায় সামষ্টিক ব্যবস্থায় অধিক গভীরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। যে দেশের কমিটি ব্যবস্থা যত বেশি কার্যকর সে দেশের আইনসভা তত বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যই কমিটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। আধুনিক আইনসভার ভূমিকা বৃদ্ধির ফলে বিশেষায়িত কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এছাড়া ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সকল বিষয় নিয়ে সংসদ অধিবেশনে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়; আবার সদস্যদের দক্ষতারও পুরোপুরি প্রয়োগ সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থার প্রবর্তন আইনসভার কার্যকরতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করে।

১.২ সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা

কমিটি সংক্রান্ত গবেষণা খুব বেশি পুরানো নয়। এ বিষয়ে প্রথম গবেষণা শুরু হয় বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষদিকে। এরপর বেশকিছু গবেষণা সম্পন্ন হয় যেখানে কমিটি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে।

একটি গবেষণায় দেখা যায়, কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। লী এবং শ (১৯৭৯) তাদের গ্রন্থে বিশ্বের আটটি দেশের আইনসভার কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করে উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক দল ছাড়াও সংবিধান, কমিটির গঠন, সদস্য নিয়োগ, গোপনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলো কমিটির কাজ করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। বহুদলীয় কিংবা জোট সরকারের ক্ষেত্রে আইনসভার কমিটিগুলো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে (মার্টিন, ২০১০)। এছাড়া আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের পৃথক প্রতিবেদনের সুযোগ থাকার বিষয়টিও উঠে আসে গবেষণায়। ১৮টি ইউরোপীয় দেশের আইনসভার মধ্যে তুলনা করে দেখানো হয় যেসব দেশের আইনসভায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের পৃথক প্রতিবেদনের সুযোগ আছে এমন আইনসভার তুলনায় পৃথক প্রতিবেদনের সুযোগ নেই এমন আইনসভার কমিটির এজেন্ডা নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয় রাজনৈতিক দলের অধিক নিয়ন্ত্রণে থাকে (ম্যাটসন ও স্ট্রম, ১৯৯৫)।

নব্বইয়ের দশকে আরও গভীরভাবে কমিটিকে পর্যালোচনার অবকাশ মেলে। বিভিন্ন গবেষণায় কমিটির ক্রমবর্ধমান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি প্রকাশিত হয় (লংলে ও ডেভিডসন, ১৯৯৮)। এ বিষয়ক আরেকটি গবেষণায় বলা হয়, শক্তিশালী কমিটিতে ব্যাপক যুক্তিতর্ক হয়ে থাকে (ড্যামগার্ড ও ম্যাটসন, ২০০৩)। আইনসভার সাথে নির্বাহী বিভাগের সম্পর্ক নির্ধারণকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হয় কমিটিকে (নর্টন ও আহমেদ, ১৯৯৯)। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় কমিটির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক - উভয় ধরনের প্রভাবক রয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, কমিটির ক্ষমতা, কমিটির সংখ্যা, ধরন, আকার, গঠন, কার্যক্রম, ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রভাব ফেলে থাকে (ম্যাটসন ও স্ট্রম, ১৯৯৫; সুসান, ১৯৯৭)।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিষয়টি অবতারণা করে আরও কিছু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নব্বইয়ের দশকে। উল্লেখ্য, এর এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রই ১৯৬০ থেকে ১৯৯০ এই তিন দশকের দুই-তৃতীয়াংশ সময় ধরে সামরিক শাসনের অধীন ছিল; আর এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র আরও কম সময় ধরে হলেও সামরিক শাসনের অধীন ছিল। অনেক সময় দেখা যায়, একনায়কতান্ত্রিক শাসক কর্তৃক আইনসভা রহিত রাখা হয়, আবার কোন না কোনভাবে শাসক কর্তৃক বৈধতা অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। বিশেষ করে শেষের এক দশকের শাসন ব্যবস্থা অনুন্নত কমিটি ব্যবস্থা সম্বলিত দুর্বল আইনসভা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে (শ, ১৯৯৮)। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে ততটা শক্তিশালী কমিটি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তবে এক্ষেত্রে ধীর গতির হলেও ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়টি বিভিন্ন গবেষণায় উঠে আসে (ওলসন ও মেজি, ১৯৯১)। অনেক

---

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি,* বিধি ২ (১) (গ)।

ক্ষেত্রে কমিটি সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করেছে কমিটি (আহমেদ, ২০০২)। বিশেষ করে নব্বই পরবর্তী কমিটি পূর্বের তুলনায় অধিক কার্যকর হচ্ছে বলে মনে করা হয় (আহমেদ, ২০০৬)।

১.৩ বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটির ক্রমবিকাশ

দুই শতকের ঔপনিবেশিক শাসন এবং আরও প্রায় সিকি শতক পাকিস্তানি শাসনের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-এর সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল। আইনসভার কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংযোজন করা হয়েছিল ৭৬ নং অনুচ্ছেদ। এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধান জাতীয় সংসদকে এর কার্যকর ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করার বিষয়ে বলা হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ থেকেই সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। সংসদীয় কমিটির মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। প্রথম সংসদে সংসদীয় কমিটি গঠিত হলেও মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয় নি। এ সংক্রান্ত বিধি ১৯৭৪ সালে তৈরি হলেও প্রথম সংসদের সময়কালে (১৯৭৩-১৯৭৫) তা কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি; কেবল ১৪টি কমিটি গঠিত হয় এই সংসদে। দ্বিতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি প্রথম গঠিত হয়। তৃতীয় সংসদ খুবই কম সময়ের জন্য (জুলাই ১৯৮৬ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৭) ছিল এবং তা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি। তবে এর পরবর্তী সংসদগুলো কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তুলনামুলকভাবে বেশি তৎপর ছিল। নিম্নে বিভিন্ন সংসদের সংসদীয় কমিটি গঠনের একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

সারণি ১.১: বিভিন্ন সংসদে গঠিত সংসদীয় কমিটি

কমিটির ধরন	প্রথম সংসদ	দ্বিতীয় সংসদ	তৃতীয় সংসদ	চতুর্থ সংসদ	পঞ্চম সংসদ	সপ্তম সংসদ	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ
মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	-	৩৬	-	৩২	৩৫	৩৫	৩৭	৪০	৩৯
অন্যান্য স্থায়ী কমিটি	১১	১১	৪	১১	১১	১১	১১	১১	১১
অস্থায়ী কমিটি	৩	৪	২	৬	৭	২	-	২	-
মোট	১৪	৫১	৬	৪৯	৫৩	৪৮	৪৮	৫৩	৫০

উল্লেখ্য পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায় কারণ সে সময় পর্যন্ত মন্ত্রীই সংসদীয় কমিটির প্রধান ছিলেন। পরবর্তীতে সপ্তম সংসদে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে মন্ত্রীকে সদস্য করার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন সংসদ সদস্যকে সভাপতি করার বিধান প্রণয়ন করা হয়। সংসদীয় কমিটিগুলো যাতে শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে অনুরূপ বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল। তবে বাস্তবিক অর্থে তা কতটা কার্যকর হয়েছে তা বিবেচনাসাপেক্ষ।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদ অন্যতম হলেও এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে সংসদীয় কমিটিগুলো কার্যকর রয়েছে।[২] সুতরাং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সাথে কমিটি ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মূলত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সফলতা অনেকটা কমিটি ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে।

নবম ও দশম জাতীয় সংসদে প্রথম অধিবেশনে সব কমিটি গঠন ও দশম সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে সদস্য নিয়ুক্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও কমিটির কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায় নি (টিআইবি, ২০১৩)। কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানে বিধি লজ্ঞন এবং সদস্যদের স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।[৩] বিভিন্ন কারণে জাতীয় সংসদের তদারকির ভূমিকা ব্যাহত হচ্ছে। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণের দূরত্ব কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকর করার বিকল্প নেই। জাতীয় সংসদ তার মৌলিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু সক্ষম হচ্ছে তার ওপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে টিআইবি অষ্টম জাতীয় সংসদের শুরু থেকে পার্লামেন্টওয়াচ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংসদীয় কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য ও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তুলে ধরার লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণা পরিচালিত হয়েছে।

[২] *Framework of NIS: An Inclusive Approach to Fight Corruption*, October 2008, GoB.
[৩] 'কমিটিতে যারা ব্যবসাও তাঁদের: সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনে কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২ সেপ্টেম্বর ২০১০।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার উদ্দেশ্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকরতা পর্যালোচনা করা এবং অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির গঠন ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা;
২. কমিটির কার্যকরতার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
৩. গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

১.৬ গবেষণার আওতা

উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, কমিটি গঠন, কমিটিতে সভাপতি ও সদস্যদের উপস্থিতি ও ভূমিকা, কমিটির সভা ও সিদ্ধান্তসমূহ, সিদ্ধান্তের প্রকৃতি এবং বাস্তবায়ন, কমিটির প্রতিবেদন, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, কমিটির কার্যকরতা এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ গবেষণায় নবম সংসদের পুরো সময় (২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) এবং দশম সংসদের ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সময় অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সব স্থায়ী কমিটি এবং সব সংসদ সদস্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকারিতা ও কমিটির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

১.৭ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় নবম সংসদের ৫১টি এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য কেস হিসেবে ১১টি কমিটির[৪] তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির সদস্য ও সভাপতি, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত কমিটির প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ, সংবাদপত্র, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নথিপত্র ইত্যাদি। ২০১৩ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে ২০১৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

সংসদীয় কমিটির সভায় প্রবেশাধিকার না থাকায় কমিটিতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় সভাপতি বা সদস্যের স্বতন্ত্র মতামত ও তার মূল্যায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় নি। কোনো কোনো কমিটির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত হয় না। প্রকাশিত প্রতিবেদনে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য যেমন সদস্যদের উপস্থিতি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি, তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, সভায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কমিটির অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য না থাকার ফলে এসব বিষয়ে যথাযথ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় নি।

১.৯ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে পাঁচটি অধ্যায়ের সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য, সংসদীয় কমিটি সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য, কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা, বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থার বিবর্তন, গবেষণার পরিধি, পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নবম ও দশম সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যক্রম ও কার্যকরতার বিভিন্ন তথ্য এবং তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর ফলাফল ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার ও বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটিগুলোকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

[৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন, পরিশিষ্ট ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম ও কার্যকরতা বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে কমিটির চর্চা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটিগুলো যাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সে লক্ষ্যে এর গঠন, মেয়াদ, উপস্থিতি, বৈঠক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। কমিটির কার্যকরতা সংক্রান্ত ইস্যুভিত্তিক আলোচনার পূর্বে তাই কমিটির কার্যপরিধি, ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধি-বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১ সংসদীয় কমিটি পরিচালনার আইনগত ভিত্তি: কার্য পরিধি, ক্ষমতা ও এখতিয়ার

বাংলাদেশে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি মুলত দু'টি আইনগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে: সংবিধান আর সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি। সংবিধানের ৭৬ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে সংসদ সদস্যরা সদস্য থাকবেন। সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কমিটির ক্ষমতা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলো কার্যপ্রণালী বিধিতেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে[৫]। এতে কমিটি নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-বিধানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: (ক) কমিটি সংক্রান্ত সাধারণ বিধি এবং (খ) নির্দিষ্ট কমিটি সম্পর্কিত বিধি। সাধারণ বিধিগুলো সব কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্যদিকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ সম্বলিত কমিটি সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে।

কার্যপ্রণালী বিধি[৬] অনুযায়ী কমিটির কাজ হচ্ছে:

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা;
(খ) মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যলোচনা করা;
(গ) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা;
(ঘ) কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে এর আওতাধীন যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা;
(ঙ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা।

সংবিধান[৭] ও কার্যপ্রণালী বিধি[৮] অনুযায়ী কমিটির ক্ষমতা ও এখতিয়ার নিম্নরূপ:

- কমিটি সুপারিশ করতে পারে; কিন্তু তা বাস্তবায়িত না হলে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার নেই।
- কমিটি যে কোনো নথি চেয়ে পাঠানো বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু নথি না পাঠালে বা তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার নেই।
- কমিটির নিজস্ব কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে।
- কমিটি প্রয়োজন বোধে যে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।
- সংসদের কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।
- সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে[৯]।

২.২ গবেষণায় ব্যবহৃত নির্দেশকসমূহ

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা মূল্যায়ন করার জন্য নিম্নলিখিত নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে:

১. কমিটি গঠন, দলীয় প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থের সংঘাত;
২. কমিটির সভা অনুষ্ঠান;
৩. সভায় অংশগ্রহণ;

---

[৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৮৭-২৬৬।
[৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২৪৮।
[৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (২), ৭৮ (৩)।
[৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২০৩, ২১৩ ও ২৪৮।
[৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ৭৬ (৩)।

৪. আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা;
৫. কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৬. কমিটির তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ;
৭. কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা;
৮. নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা;
৯. সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা;
১০. তথ্যের উন্মুক্ততা।

নিচে উপরোক্ত নির্দেশকের ভিত্তিতে স্থায়ী কমিটির কার্যকরতা যাচাই করা হয়েছে।

২.২.১ কমিটি গঠন, দলীয় প্রতিনিধিত্ব ও স্বার্থের সংঘাত

নবম ও দশম সংসদের একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে দিক হচ্ছে, এর প্রথম অধিবেশনে সবগুলো কমিটি গঠিত হয়। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদ আগে থেকে সভাপতি মনোনীত না করে থাকলে কমিটির সদস্যগণ তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করবেন।[১০] সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় হুইপ কমিটির সভাপতি ও সদস্যের নাম প্রস্তাব করেন যা অধিবেশনে কণ্ঠভোটে পাস হয়। কমিটির সদস্য নির্বাচনের সময় তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা দেখা হয় না। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য লক্ষণীয়। বিরোধী দলের সদস্যরা কমিটিতে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সভাপতি নিয়োগে সংসদে দল অনুযায়ী আনুপাতিক হারের প্রতিফলন নেই; তবে সদস্যদের ক্ষেত্রে দশম সংসদে তার প্রতিফলন দেখা যায়। (সারণি ২.১)

> "বিরোধী দলের ভয়েস নমিনাল হয়ে যাচ্ছে। সরকার বিরোধী দলকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।"- কমিটি সদস্য

সারণি ২.১: সংসদে ও কমিটিতে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব

সংসদ	সংসদে প্রতিনিধিত্ব	কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব	
		সদস্য হিসেবে	সভাপতি হিসেবে
নবম সংসদ	১৩%	১১%	৪%
দশম সংসদ	১৭%	১৭%	২%

উল্লেখ্য, কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। কমিটিতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারি দলের প্রাধান্য থাকে[১১]।

উল্লেখ্য নবম সংসদে কমিটি গঠিত হওয়ার পর গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটি মোট ৩১বার এবং দশম সংসদে তিনটি কমিটি মোট তিনবার পুনর্গঠিত হয়। তবে কমিটি পুনর্গঠনের কারণ প্রকাশ করা হয় নি।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী এমন কোনো সদস্য কমিটির সদস্য হবেন না, যার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে[১২]। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে এই বিধির ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। হলফনামার তথ্য অনুযায়ী নবম সংসদের ৫১টি কমিটির মধ্যে ৬টি কমিটিতে এবং দশম সংসদের ৫০টি কমিটির মধ্যে ৫টি কমিটিতে সদস্যের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা রয়েছে। কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নবম সংসদের ১১টি কমিটির ৩৮জন সদস্য সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়[১৩] থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নয়টি কমিটিতে ১৯ জন সদস্যের সংশ্লিষ্ট ব্যবসা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সর্বোচ্চ ৪ জন করে এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে ২ জন সদস্য রয়েছেন সদস্য রয়েছে যাদের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসা রয়েছে।

[১০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৯১ (১) (২)।
[১১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কমিটি সদস্য, নভেম্বর ২০১৪।
[১২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৮৮ (২)।
[১৩] এলাকা এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির ১০৬ জন সদস্যের মধ্যে ৩৮ জন সদস্য রয়েছেন, যাদের নির্বাচনী এলাকা টিআইবি'র স্থানীয় পর্যায়ে কার্যক্রম চলছে এমন সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) এলাকায় অবস্থিত।

সারণি ২.২: সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নিযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা (নবম সংসদ)

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নাম	কমিটিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী	সদস্যদের কমিটি সম্পর্কিত ব্যবসা
স্বাস্থ্য	৪ জন	চিকিৎসক (ক্লিনিক, হাসপাতাল, ঔষধ কোম্পানি)
নৌ-পরিবহন	৪ জন	লঞ্চ ব্যবসা, ড্রেজিং ব্যবসা, কন্টেইনার ব্যবসা, শিপইয়ার্ড, ডকইয়ার্ড
গৃহায়ন ও গণপূর্ত	২ জন	ভবন নির্মাণ ব্যবসা
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	২জন	ঠিকাদার (রাস্তা, ব্রিজ, ভবন নির্মাণ)
যোগাযোগ	২ জন	ঠিকাদার, সড়ক ও জনপথ (রাস্তা, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ)
বস্ত্র ও পাট	২ জন	তৈরি পোশাক শিল্প
শ্রম ও কর্মসংস্থান	১ জন	সত্ত্বাধিকারী (শ্রমিক রপ্তানী, ট্রাভেল এজেন্সি)
শিল্প	১ জন	এম্ব্রয়ডারি রপ্তানি
শিক্ষা	১ জন	কলেজের সত্ত্বাধিকারী

তথ্যসূত্র: হলফনামা; মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থের অনুকূলে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ[১৪] পাওয়া যায়। কমিটির সদস্য ছাড়াও আত্মীয়-স্বজনদেরও কমিটির সংশ্লিষ্ট ব্যবসা সংক্রান্ত ও অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে।[১৫] স্থানীয় পর্যায় থেকে কমিটির সভাপতি ও সদস্যের পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদের সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

কমিটিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য হওয়ার কারণে এবং কোনো কোনো কমিটিতে পূর্বতন মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি হওয়ায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে সুবিধা গ্রহণে সচেষ্ট থাকার আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। যেমন, সংসদীয় কমিটির সদস্যদের যাতায়াত বাবদ সম্মানি প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে সংসদ ভবনের নিকটবর্তী ন্যাম ভবন থেকে বৈঠকে উপস্থিত হলেও অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব নির্বাচনী এলাকা থেকে আসার বিমান কিংবা এসি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে টিকিট দেখানোরও প্রয়োজন মনে করে না। তবে বিষয়গুলো খুবই সংবেদনশীল হওয়ায় এসব বিষয় নিয়ে কেউ কথা বলে না বা বলার সাহস রাখে না[১৬]।

কমিটিতে স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি নিয়ে সদস্যদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিধির প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ পায়। এ ব্যাপারে আইনগত সংশোধনের কোনো উদ্যোগ দেখা যায় নি। উল্লেখ্য ভারতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের তদারকি কার্যকর করার জন্য বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিতে মন্ত্রীরা কমিটির সদস্য হতে পারেন না। নির্বাহী বিভাগকে কার্যকর, অর্থবহ ও জবাবদিহি করে তোলার লক্ষ্যে কমিটির সদস্যরা পার্লামেন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ও বির্তক করেন।

বক্স ১: সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের সম্মাননায় বিদেশী রাষ্ট্রনায়ক ও সংগঠনসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া ক্রেস্টে স্বর্ণ ও রুপা নির্দিষ্ট পরিমাণে না দেওয়ার এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ ছিল, যেখানে প্রায় সাত কোটি তিন লাখ ৩৬ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা ও সেইসাথে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগ ছিল। প্রাথমিকভাবে বিএসটিআইয়ের পরীক্ষায় অনিয়ম প্রমাণিত হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীসহ ১৩ জন কর্মকর্তা ও সরবরাহকারী দুই প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করে তদন্ত প্রতিবেদন দেয় যেখানে সাবেক প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু সংসদীয় তদন্ত কমিটি সাবেক প্রতিমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা পায়নি উল্লেখ করে প্রতিবেদন দেয়। অন্যদিকে সচিবালয়ের সম্মাননা শাখার যে কর্মকর্তা অনিয়ম উদঘাটনে পদক্ষেপ নেন তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। উল্লেখ্য, অভিযোগ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সাবেক প্রতিমন্ত্রী বর্তমানে উক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, তদন্ত কমিটি গঠনে সভাপতি হিসেবে তার ভূমিকা ছিল এবং পদাধিকার অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদনটি তার কাছেই জমা দেওয়া হয়েছে। (তথ্যসূত্র: *প্রথম আলো*, ৬ এপ্রিল ২০১৪; *প্রথম আলো*, ২৭ মে ২০১৫)

২.২.২ কমিটির সভা অনুষ্ঠান

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটির মাসে অন্তত একটি বৈঠক করার বাধ্যবাধকতা[১৭] রয়েছে। নবম সংসদে ৪৮টি কমিটি মোট ১৯৭২টি সভা করে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ১৩২টি সভা করে। দশম সংসদের ৪৭টি স্থায়ী

---

[১৪] একটি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কমিটির সভায় বর্ষা মৌসুমে রাস্তা সংস্কার না করার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় মন্ত্রী কমিটির সভাপতিকে বলেন “আপনি ঠিকাদার তাই আপনার এত উৎসাহ”। তথ্যসূত্র: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংবাদমাধ্যম কর্মী, নভেম্বর ২০১৩।

[১৫] প্রভাব বিস্তারের আরো তথ্য জানতে দেখুন, পরিশিষ্ট ৪।

[১৬] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষৎকার, সংবাদমাধ্যম কর্মী, নভেম্বর ২০১৩।

কমিটি সর্বমোট ৪০০টি সভা করে[১৮]। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সর্বোচ্চ ২৫টি সভা করে। উল্লেখ্য নবম সংসদে ১৩টি কমিটি এবং দশম সংসদে তিনটি কমিটি বিধি অনুযায়ী সভা করে। পিটিশন কমিটি, বিশেষ অধিকার ও কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নবম ও দশম সংসদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ের মধ্যে কোনো সভা করে নি[১৯]।

২.২.৩ সভায় অংশগ্রহণ

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কমিটির বৈঠকের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের যতদূর কাছকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে[২০]। নবম ও দশম সংসদের কমিটি সভায় কোরাম সংকট হয় নি। কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির মধ্যে নবম সংসদে নয়টি[২১] এবং দশম সংসদে দুইটি[২২] কমিটির উপস্থিতির তথ্য পাওয়া যায়। কমিটিতে গড় উপস্থিতি নবম সংসদে ছিল ৬৪% এবং দশম সংসদে ৬২% যা অধিবেশনের প্রায় সমপর্যায়ের।[২৩] তবে সভাপতির বিলম্ব উপস্থিতি এবং তার অনুপস্থিতির প্রেক্ষিতে সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে[২৪]। এক্ষেত্রে সহ-সভাপতির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন অনেকে। কমিটি সভায় সরকারি দলের সদস্যদের গড় উপস্থিতি নবম সংসদে ছিল ৬০% ও দশম সংসদে ৫৮%। অন্যদিকে বিরোধী দলের সদস্যদের গড় উপস্থিতি নবম সংসদে ৩১% এবং দশম সংসদে ৪৭%। কমিটিভেদে এবং কমিটিতে সদস্যদের দল ও লিঙ্গভেদে গড় উপস্থিতির তথ্য সারণিতে উপস্থাপন করা হল। (সারণি ২.৩)

সারণি ২.৩ : বিভিন্ন কমিটিতে উপস্থিতির হার (%)

(নবম সংসদ)

কমিটির নাম	কমিটিতে সদস্যের গড় উপস্থিতি	নারী সদস্য	পুরুষ সদস্য	সরকারি দল	বিরোধী দল
সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৭	৬১	৩৪	৩৪	১৬
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭৩	৫৯	৭৪	৬৬	৭৪
শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০	৮৮	৬৮	৭০	৪
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭৩	৬৯	৭৩	৭১	১৪
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (প্রথম প্রতিবেদন)	৫৪	৫৬	৫৩	৫১	৩৩
যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭৮	৭৫	৭৮	৭৩	৫০
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[২৫] (প্রথম প্রতিবেদন)	৬৫	৫৮	৬৬	৫৯	৫০
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৯	৭৩	৬৯	৬৭	২৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫১	৪১	৫১	৫০	৭

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন

কমিটির অনুমতি ছাড়া কোনো সদস্য পর পর দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে কমিটি থেকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব আনার বিধান রয়েছে[২৬]। তবে এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা না থাকায় তা কার্যকর হচ্ছে না। গবেষণায় দেখা যায়, নবম সংসদে নয়টি কমিটিতেই এমন সদস্য রয়েছেন যারা পর পর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন সদস্য পর পর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত থেকেছেন। তবে কোনো ক্ষেত্রেই কমিটি থেকে পদচ্যুত করার কোনো প্রস্তাব আনা হয় নি। যে নয়টি কমিটির উপস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে তা চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে (চিত্র ২.১)।

---

[১৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২৪৮।

[১৮] http://www.parliament.gov.bd/index.php/en/parliamentary-business/committees/committee-meeting/cat.listevents/2015/08/05/-

[১৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন, পরিশিষ্ট ২ ও ৩।

[২০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৯২ (১)।

[২১] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনে উপস্থিতির তথ্য উল্লেখ নেই।

[২২] সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

[২৩] নবম সংসদের অধিবেশনে গড় উপস্থিতি ৬৩% এবং দশম সংসদে ৬৪%। তথ্যসূত্র: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *পার্লমেন্টওয়াচ: নবম জাতীয় সংসদ*, ২০১৪, পৃ. ২৩; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *পার্লমেন্টওয়াচ: দশম জাতীয় সংসদ*, ২০১৪, পৃ. ১৯।

[২৪] ' স্থানীয় করকার মন্ত্রী বৈঠকে যান না: পুরো সংসদীয় কমিটি ক্ষুদ্ধ', দৈনিক সমকাল, ৫ এপ্রিল ২০১।

[২৫] বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দ্বিতীয় প্রতিবেদনে সদস্যদের উপস্থিতির তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

[২৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৯৩।

চিত্র ২.১: কমিটি সভায় (নবম সংসদ) দুই বা ততোধিক কার্যদিবসে অনুপস্থিত সদস্য সংখ্যা[২৭]

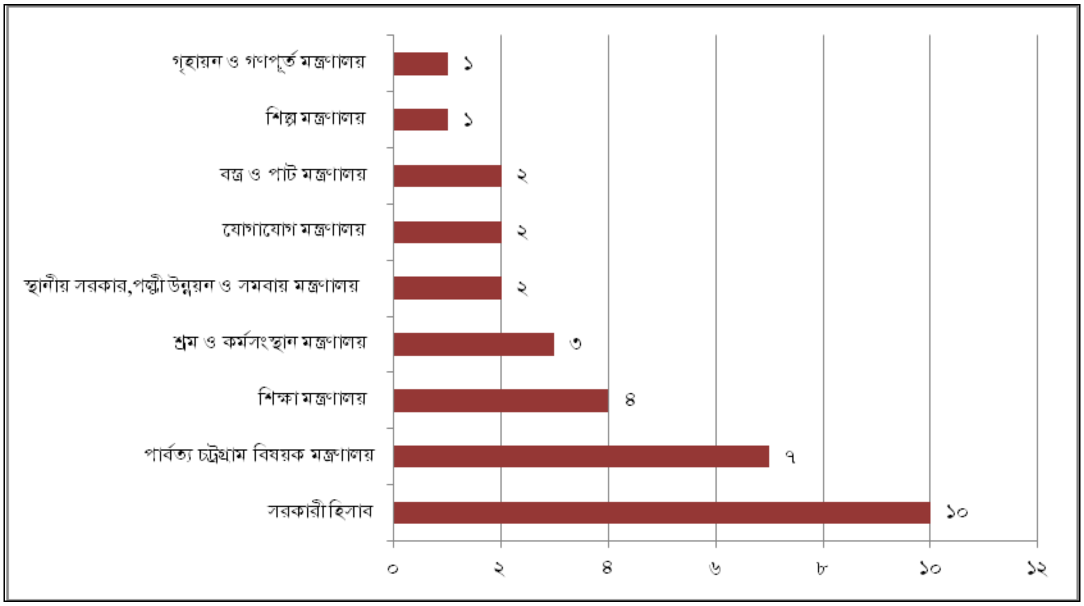

তথ্যসূত্র: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন

দশম সংসদে দুইটি কমিটিতে তিনজন করে সদস্য দুই বা ততোধিক সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য অনুমতিক্রমে অনুপস্থিত থাকার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার ঘাটতি রয়েছে।

২.২.৪ আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা

সংসদে উত্থাপিত খসড়া বিলের যাচাই-বাছাই করার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির[২৮]। স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে নবম সংসদে মোট ২৪০টি এবং দশম সংসদে মোট ২৪টি[২৯] বিল পাস হয়েছে। তবে কোনো বিলের জনমত যাচাই-বাছাই করা হয় নি। গবেষণায় কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটির সুপারিশক্রমে ৭৩টি বিল পাস হয়েছে। এর মধ্যে ৬৯টি বিলে সংসদ সদস্যগণ জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব দেন। ৩৭টি বিলের ক্ষেত্রে জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব অধিবেশনে কণ্ঠভোটে নাকচ হয় এবং ৩২টি বিলের ক্ষেত্রে সদস্য অনুপস্থিত থাকায় প্রস্তাব সংসদের অধিবেশনে উত্থাপিত হয় নি। জনমত যাচাই-বাছাই সংসদের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে কমিটির পক্ষ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিধিতে নিষেধাজ্ঞা থাকায় কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, কার্যপ্রণালী বিধিতে[৩০] নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাজেট কোনো কমিটিতে প্রেরিত হয় না। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ এবং এর ওপর কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করার বিষয়ে অনেকে মতামত দেন।[৩১] উল্লেখ্য কমিটির ‘সুপারিশে’ খসড়া বিলের গুণগত মান বাড়ানোর মতো কোনো মতামত লক্ষ করা যায় না; সুপারিশ হিসেবে যা দেওয়া হয় তা মূলত ভাষাগত সম্পাদনামূলক মতামত।

২.২.৫ কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

কমিটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এক্ষেত্রে সভাপতি সাধারণত সরকারি দলের হওয়ায় এবং অধিকাংশ সদস্য সরকারি দলের হওয়ায় তাদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সংসদ নেতার বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারেন না বলে তথ্য রয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটি নবম সংসদে মোট ১৮৯১টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার মধ্যে ৪১% বাস্তবায়িত হয়। অন্যদিকে অবাস্তবায়িত থাকে ৩৯% এবং নবম সংসদ শেষ হওয়া পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন ছিল ২০%। উল্লেখ্য

> “প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ও নির্দেশে সকল সিদ্ধান্ত হয় এবং কার্যক্রম চলে। সংসদকে বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে কমিটিগুলো কাজ করে।” - *সংসদ বিশেষজ্ঞ*
>
> “আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কমিটিগুলো সক্রিয় হবার পক্ষে সহায়ক নয়। সুপ্রিম অথরিটিকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে; স্থায়ী কমিটিগুলো প্রধানমন্ত্রীর মাইন্ডসেট অনুযায়ী কাজ করে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীও তার মাইন্ডসেট এর বাইরে কোন সিদ্ধান্ত এপ্রিসিয়েট করে না। এর কোন ব্যত্যয় পূর্বেও (কোনো দলের সময়ই) হয় নি।” - *সংসদীয় কমিটির সদস্য (নবম সংসদ)*

---

[২৭] সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মোট সদস্য ১৫ জন এবং অন্যান্য স্থায়ী কমিটির মোট সদস্য ১০ জন।

[২৮] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২২০।

[২৯] প্রথম থেকে পঞ্চম অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে পাসকৃত বিল।

[৩০] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১১১ (৩)।

[৩১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ বিশেষজ্ঞ, জুলাই ২০১৪।

বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই ফলোআপ করা হয় না; ফলে এগুলো বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট তথ্য জানা সম্ভব হয় না।

চিত্র ২.২: কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার

নবম সংসদ (মোট সিদ্ধান্ত সংখ্যা ১,৮৯১)

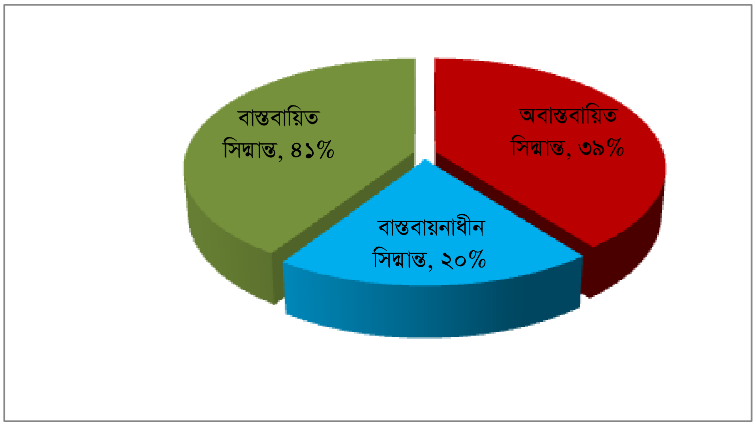

তথ্যসূত্র: কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, অনেক ক্ষেত্রে সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় না; আবার আলোচনার বিষয়বস্তু পরবর্তী সভায় স্থানান্তর, পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন[৩২] ইত্যাদি বিষয়কে কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তবে সিদ্ধান্তের ধরনভেদে বাস্তবায়নের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নবম সংসদের গৃহায়ন ও গণপুর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে কেস হিসেবে নিয়ে এর সিদ্ধান্তসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এর সিদ্ধান্তগুলোকে (৩৫৭টি) ধরনভেদে আটটি ভাগে ভাগ করে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৭৫টি) হলেও বাস্তবায়নের হার কম (২৩%)। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যক (৫টি) সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এক্ষেত্রে বাস্তবায়নের হার সর্বোচ্চ (১০০%) (সারণি ২.৪)।

সারণি ২.৪: কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের ধরন ও বাস্তবায়নের হার

(গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি)

গৃহীত সিদ্ধান্তের ধরন	গৃহীত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের শতকরা হার
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমন্ত্রণ	৫	১০০
নথি উপস্থাপন	২০	৮৫
প্রতিবেদন উপস্থাপন	৯৩	৫৫
নীতি/ আইনের বাস্তবায়ন	৯	৪৪
অংশীজন সভার আহ্বান	৭	৪৩
নীতি/ আইনের খসড়া ও সংশোধনী	৪২	৩৩
সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ভবিষ্যত পরিকল্পনা	১৭৫	২৩
পরিদর্শন	৬	১৭
মোট	৩৫৭	৩৮

তথ্যসূত্র: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন

উপরোক্ত গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কেস স্টাডিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় প্রকল্প পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের হার ছিল সর্বোচ্চ (৩৪%) (চিত্র ২.৩)।

[৩২] উদাহরণস্বরূপ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে আলোচনার বিষয়বস্তু পরবর্তী সভায় স্থানান্তর, পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ইত্যাদি বিষয়ক ১৪% সিদ্ধান্ত লক্ষ করা যায়। (তথ্যসূত্র: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন)

চিত্র ২.৩: সংশ্লিষ্ট বিভাগের কার্যক্রমের অগ্রগতি/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ধরন

(গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি)

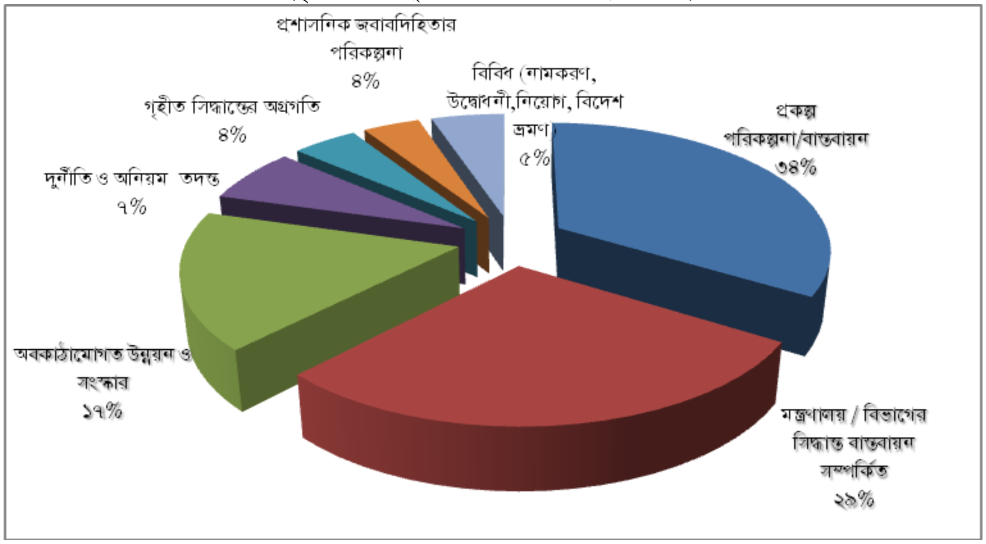

তথ্যসূত্র: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটা প্রতিবেদন

কমিটির দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত: দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম। উল্লিখিত ১১টি কমিটির নবম সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে কেবল ৪% ছিল দুর্নীতি সম্পর্কিত। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব লক্ষ করা যায়। দেখা যায়, দুর্নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ৫০% পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত[৩৩]। তবে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ কর যায়। দেখা যায় এর মধ্যে ৫৩% সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়, ৩৫% সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন এবং ১২% সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে[৩৪]। অনেক ক্ষেত্রে কমিটি জবাবদিহিতার পরিবর্তে দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিকে রক্ষায় কাজ করে এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার কমিটির তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও তার ভিত্তিতে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বক্স ২: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিসিআইসির নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়। কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় কমিটি পরবর্তী বৈঠকে অসন্তোষ প্রকাশ এবং পুনরায় সুপারিশ করে এবং বৈঠকের কার্যপত্রে জড়িত ব্যক্তিদের তথ্য তুলে ধরা হয়। কমিটির পুন:সুপারিশের প্রেক্ষিতে তদন্ত করা হয় এবং কোনো দুর্নীতি পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়। উল্লেখ্য জড়িত ব্যক্তিকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়েছিলো এবং এ বিষয়ে কমিটি বৈঠকে পুনরায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

(তথ্যসূত্র: মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ডিসেম্বর ২০১৩)

সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উত্তর দেওয়ার সময়সীমা নির্ধারিত নেই। বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা না থাকা, বাজেট ঘাটতি, মন্ত্রী-সভাপতি অন্তর্দ্বন্দ্ব, সভাপতির ব্যক্তিত্ব, দলীয় প্রধান ও দলীয় সিদ্ধান্তের প্রভাব, কমিটির কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। সংসদীয় কমিটির বৈঠকগুলো দায়সারাভাবে করা হয় বলে মন্তব্য করা হয়[৩৫]। কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা এবং তার অগ্রগতি প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতাশাজনক অবস্থা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। কমিটি সংশ্লিষ্টরা মনে করেন যে, সংসদ সার্বভৌম এবং এর অংশ হিসেবে সংসদীয় কমিটির গুরুত্ব রয়েছে। আর তাই কমিটি

"সংসদীয় কমিটির কথা পাত্তা দেয় না সরকার। এই সুপারিশের অর্থ আমি নিজেই বুঝি না।" - *সংসদীয় কমিটির সভাপতি*

"সংসদীয় কমিটির সুপারিশ কোনো ব্যাপার নয়। এর (কমিটির) কোন দরকার নেই। এটি (কমিটির সভাপতি/সদস্যপদ) একটি সান্ত্বনা পদ।" - *সংসদীয় কমিটির সদস্য*

"সংসদীয় কমিটি খুব একটা কাজের কিছু নয়। কোনো মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়।" - *সংসদীয় কমিটির সদস্য*

(তথ্যসূত্র: *সাপ্তাহিক ২০০০*, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩; *প্রথম আলো*, ১ জুন ২০১৫)

---

[৩৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন।

[৩৪] সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

[৩৫] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা, এপ্রিল ২০১৫।

কোন বিষয়ে সুপারিশ করার অর্থ হচ্ছে তা এক ধরনের নির্দেশ। সেজন্য এগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বক্তব্য হল, "কমিটি হচ্ছে *ওয়াচডগ*। তাদের কাজ হচ্ছে সুপারিশ দেওয়া; তা বাস্তবায়ন করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই"। প্রকৃতপক্ষে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক অবস্থান কমিটিকে গুরুত্বহীন করে তোলে।

২.২.৬ কমিটির তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ

কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী যেকোনো রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানোর ক্ষমতা কমিটির থাকবে[৩৬]। তবে এক্ষেত্রে দু'টি শর্ত দেওয়া হয়েছে, (ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য অথবা প্রদত্ত কোনো দলিল কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় কিনা অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপিত হলে বিষয়টি স্পিকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে (খ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এমন কারণে সরকার কোন দলিল পেশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে নথি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হয়; তবে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। লক্ষণীয়, এক্ষেত্রে তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে তাকে বাধ্য করার এখতিয়ার কমিটির নেই। আর এ কারণেই কোনো রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হলে তা অগ্রাহ্য করার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সংসদীয় কমিটির সভাপতিরা এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করলেও পরবর্তীতে মন্ত্রীসভায় তা অনুমোদিত হয় নি। উল্লেখ্য, সরকারের সমসাময়িক কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তলব করার প্রবণতা কম লক্ষ করা যায়।

> "সংসদীয় কমিটির সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই। তাদের তলব করা হয়েছিলো। তারা তাতে সাড়া দেননি। আসলে ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ না থাকলে এই কমিটি কোনো কাজে আসবে না।" - সংসদীয় কমিটির সভাপতি (*তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক ২০০০, ২৫ জানুয়ারী ২০১৩*)

বক্স ৩: সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তলব অগ্রাহ্য করা

শিল্প মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রীকে উপস্থিত হয়ে কর্ণফুলি পেপার মিলের (কেপিএম) ব্লিচিং প্লান্ট নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে জবাবদিহি করতে বলা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বৈঠকে উপস্থিত হননি। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে হাজির হওয়ার জন্য সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও তৎকালীন সেনা প্রধানকে একাধিকবার চিঠি দেওয়া হলেও হাজির হননি।

(তথ্যসূত্র: *সাপ্তাহিক* ২০০০, ২৫ জানুয়ারি ২০১৩; *দৈনিক যুগান্তর*, ৮ জুন ২০১১)

২.২.৭ কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা

কমিটি সংসদীয় কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে। বিধি অনুযায়ী কমিটি বিভিন্ন বিল যাচাই-বাছাই করার জন্য বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের শুনানি গ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। গণশুনানি, অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ, পরিদর্শন, মতবিনিময় সভা ইত্যাদির মাধ্যমে কমিটি সংসদীয় বিষয়সমূহের সাথে জনগণকে সম্পৃক্ত করে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম। উদাহরণস্বরূপ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় বিভিন্ন অংশীজনের সাথে সাতটি মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত থাকলেও তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়; কমিটি কর্তৃক চারটি পরিদর্শনের প্রস্তাব থাকলেও একটি পরিদর্শন সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। যেমন গণশুনানির ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে অপূর্ণতা রয়েছে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অর্থেরও ঘাটতি রয়েছে। সরকারি অর্থায়নে স্থায়ী কমিটির কোনো গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় নি। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে মোট ১৫টি[৩৭] গণশুনানি করা হয়। উল্লেখ্য জনসম্পৃক্ততা বিষয়ক কার্যক্রমের কোনো পরিকল্পনা করা হয় না এবং কমিটির বাজেটেও এ খাতে কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় না।

২.২.৮ নারী সদস্যের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

সংসদীয় কমিটিতে নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রথমবার দশম সংসদে ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়। নবম সংসদে সদস্য হিসেবে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল ২০%। সংসদীয় কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল ১০%। দশম সংসদে সদস্য হিসেবে নারীর প্রতিনিধিত্ব ২০%; আর সংসদীয় কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব ২০%। তবে সভাপতির ক্ষেত্রে নবম ও দশম উভয় সংসদের কোনোটিতেই প্রতিনিধিত্বের অনুপাত অনুসরণ করা হয় নি। সভাপতির ক্ষেত্রে নবম সংসদে ছয়টি কমিটিতে চারজন ও দশম সংসদে আটটি কমিটিতে পাঁচজন নারী সভাপতি রয়েছে। উল্লেখ্য উভয় ক্ষেত্রেই চারটি কমিটিতে সংসদের স্পিকার হিসেবে পদাধিকারবলে নারী সভাপতি মনোনীত হন।

---

[৩৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২০৩।

[৩৭] *একীভূত বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৯-২০১৩)*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যার ক্ষেত্রে পুর্বের তুলনায় ইতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা গেলেও নারীদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থান দেখা যায় না। যে নয়টি কমিটির উপস্থিতির তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৫টি কমিটিতে) পুরুষ সদস্যদের তুলনায় নারী সদস্যের উপস্থিতি কম। অন্য চারটি কমিটিতে নারী সদস্যের উপস্থিতি পুরুষদের তুলনায় বেশি। সবচেয়ে বেশি পার্থক্য দেখা যায় সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে যেখানে পুরুষ সদস্যের গড় উপস্থিতি ৬১% এবং নারী সদস্যের গড় উপস্থিতি ৩৪% (চিত্র ২.৪)। কমিটির নারী সভাপতির ক্ষেত্রেও বিলম্ব উপস্থিতি এবং সে কারণে সদস্যদের মধ্যে অসন্তুষ্টির তথ্য রয়েছে[৩৮]। এছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে[৩৯]।

চিত্র ২.৪: কমিটি সভায় নারী ও পুরুষ সদস্যের উপস্থিতি (নবম সংসদ)

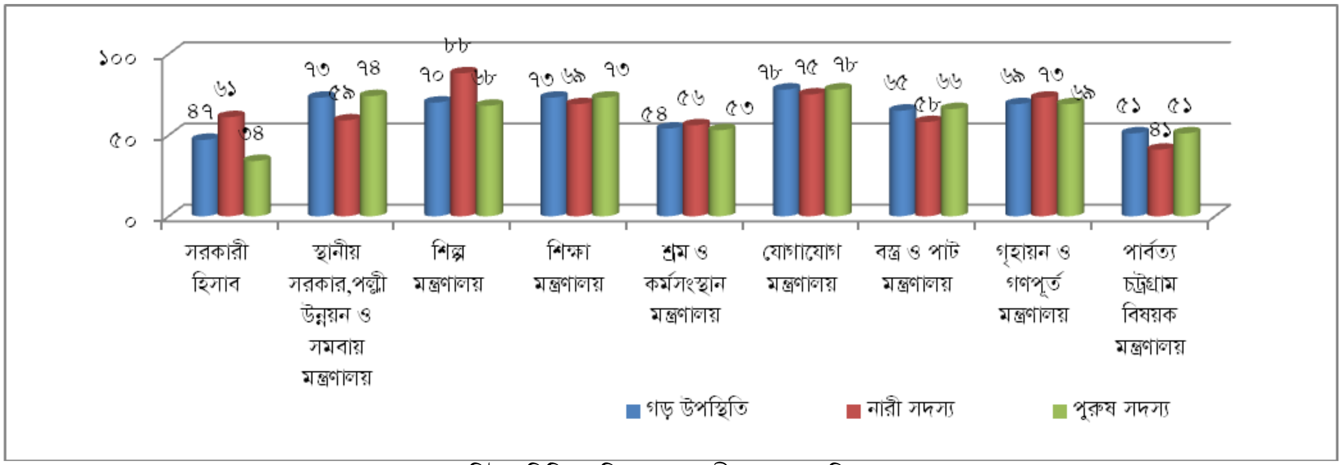

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট কমিটির প্রতিবেদন, জাতীয় সংসদ সচিবালয়

২.২.৯ সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির জন্য সংসদ সচিবালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিটির কাজ নির্বাহ করার জন্য সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তার ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। কমিটি সাপোর্ট অনুবিভাগের অধীনে ৪টি অধিশাখার আওতায় ২২টি শাখা কমিটিগুলোকে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা দিয়ে থাকে। প্রতিটি কমিটি শাখায় সাচিবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য চারজন কর্মকর্তা-কর্মচারি থাকেন যারা উক্ত শাখার অধীন দুই/তিনটি কমিটির জন্য কাজ করেন। এই সীমিত সংখ্যক জনবল কমিটির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপ্রতুল[৪০]।

সংসদ সচিবালয়ের সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না। আলোচ্যসূচি নির্ধারণে কমিটির সদস্য এবং কর্মকর্তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে। কমিটির সভাপতি এবং সদস্যদের পক্ষ থেকেও কমিটির কর্মকর্তাদেরকে যথোপযুক্ত দিক-নির্দেশনা দেওয়ায় ঘাটতি রয়েছে। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতিমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয় না। আবার বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা করে কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ঘাটতিও লক্ষণীয়।

সারণি ২.৫:সংসদ সচিবালয়ের জনবল

পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	প্রেষণে নিযুক্ত
সচিব	১	১
অতিরিক্ত সচিব	৪	৪
যুগ্ম-সচিব/ মহাপরিচালক/ সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস	৪	৪
উপ-সচিব/ পরিচালক	২৩	২০
সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র কমিটি অফিসার/ উপ-পরিচালক	৪০	২০
সহকারী সচিব/ সহকারী পরিচালক/ অন্যান্য প্রথম শ্রেণি	১৩৭	১
মোট	২০৯	৫০

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়

[৩৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদীয় কমিটির সদস্য; মে ২০১৫।

[৩৯] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদীয় কমিটির সদস্য; ফেব্রুয়ারি ২০১৫; সংসদ বিশেষজ্ঞ, মে ২০১৫।

[৪০] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা, জানুয়ারি ২০১৫।

সংসদ সচিবালয়ের উচ্চ পর্যায়ের পদে অধিকাংশ কর্মকর্তা ডেপুটেশনে কর্মরত (সারণি ২.৫)। এক্ষেত্রে সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা কাজ করছে। তারা মনে করেন, সচিবালয়ের সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং উচ্চ পর্যায়ের পদগুলোতে দায়িত্ব পালন করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের মধ্যে রয়েছে[৪১]।

২.২.১০ তথ্যের উন্মুক্ততা

কমিটির কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। সকল কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে না; আবার যেসব কমিটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে তারা নিয়মিত প্রকাশ করে না। এক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধিতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উল্লেখ্য নবম সংসদে ৪৭টি কমিটি ৯৮টি এবং দশম সংসদে তিনটি কমিটি তিনটি প্রতিবেদন দিয়েছে। কমিটিভেদে প্রতিবেদনের কাঠামোর ভিন্নতা রয়েছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। সদস্যদের উপস্থিতি, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি, তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ, পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, সভায় অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কমিটির অনুমতি নেওয়া হয়েছে কিনা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অন্যদিকে কার্যপ্রণালী বিধিতে[৪২] নিষেধাজ্ঞা থাকায় কমিটির প্রতিবেদনে উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে সংসদে আলোচনা করা হয় না। সংসদ অধিবেশনে কমিটির প্রতিবেদনসমূহ টেবিলে উপস্থাপিত হয় অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি মৌখিকভাবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেন যেখানে কমিটিতে আলোচিত এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের বিস্তারিত থাকেনা। তাই সংসদে কমিটির প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপিত হওয়ার পর সে সম্পর্কে অন্যান্য সদস্যদের আলোচনার সুযোগ রাখা প্রয়োজন[৪৩]। উল্লেখ্য, কমিটির সভায় জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই। অন্যদিকে সংসদের ওয়েবসাইটে কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য থাকে না।

সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় কমিটি গঠনে দশম সংসদে প্রথমবারের মত বিরোধী দল ও নারী সদস্যদেরকে সংসদে প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটিতে সদস্য নিযুক্তি ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও কমিটিতে স্বার্থের সংঘাত, নিয়মিতি সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া, কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দলীয় প্রভাব সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতিবাচক অবস্থান লক্ষ করা যায়। এছাড়া কমিটির সাচিবিক ও টেকনিকাল সহায়তার এবং তথ্যে উন্মুক্ততার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে।

---

[৪১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা, ডিসেম্বর ২০১৪; মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ বিশেসজ্ঞ, জুলাই ২০১৫।

[৪২] রিপোর্ট পেশ করার সময়ে সভাপতি বা তার অনুপস্থিতিতে রিপোর্ট পেশকারী সদস্য কোনো মন্তব্য করতে চাইলে তাঁর বক্তব্য একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তবে এ পর্যায়ে উক্ত বিবৃতি সম্পর্কে কোনো বিতর্ক হবে না। তথ্যসূত্র: *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ২১১ (২)।

[৪৩] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা; ডিসেম্বর ২০১৪।

অধ্যায় তিন
বিভিন্ন দেশের সংসদীয় কমিটির সাথে তুলনা

সংসদীয় গণতন্ত্র বিরাজমান এমন দুইটি দেশের কমিটি ব্যবস্থার সাথে বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থার একটি তুলনামুলক আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুতিকাগার হিসেবে পরিচিত যুক্তরাজ্য এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

৩.১ কমিটি গঠনের আইনগত ভিত্তি ও কমিটি গঠন

যুক্তরাজ্য: উন্নত গণতন্ত্রের দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য কমিটি ব্যবস্থাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে বলে মন্তব্য করা হয়ে থাকে। বৃটিশ পার্লামেন্ট যেসব লিখিত বিধান অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে 'Standing Orders' বলা হয়। মোট ১৬৩টি স্ট্যান্ডিং অর্ডার রয়েছে। এর মধ্যে ৮৪ থেকে ১৫২ স্ট্যান্ডিং অর্ডারগুলোতে সুনির্দিষ্টভাবে কমিটির গঠন, কার্যক্রম, বৈঠক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বৃটিশ পার্লামেন্টে চার ধরনের কমিটি দেখা যায়; (ক) স্থায়ী কমিটি (খ) সিলেক্ট কমিটি (গ) যৌথ কমিটি এবং (ঘ) হাউস কমিটি। তবে ২০০৬-০৭ এর অধিবেশন শুরুর প্রাক্কালে তা পরিবর্তন করে সাধারণ কমিটি (General Committee) নাম দেওয়া হয়; এক্ষেত্রে পাবলিক বিল কমিটি এবং বিশেষ কমিটি[৪৪] এই দুই ধরনের কমিটি দেখা যায়। কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন করার জন্য সিলেক্ট কমিটি (Committee on Selection) গঠন করা হয়। এই কমিটি হাউস কমিটি ছাড়া অন্য সব কমিটির সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন করে।[৪৫] কমিটির সভাপতি নির্বাচনের জন্য সরকারি ও বিরোধী উভয় দল থেকে প্যানেল করা হয়। তবে সিলেক্ট কমিটির সভাপতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কমিটির সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হন। হাউস অফ লর্ডসের সিলেক্ট কমিটি ৫টি, যথা: ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিটি, সংবিধান কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত কমিটি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটি ও যোগাযোগ কমিটি।

যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) সম্পর্কিত কমিটিগুলোই স্থায়ী কমিটি। এগুলোকে সিলেক্ট কমিটি বলা হয়। সিলেক্ট কমিটিগুলো আইনসভার মেয়াদ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সময়ে তারা সরকারি ব্যয়, বিভাগীয় প্রশাসন সহ নীতি-নির্ধারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকে।

ভারত: ব্রিটিশ রুল অফ ইন্ডিয়া চার্টার এ্যাক্ট ১৮৫৩ এবং গর্ভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯১৯ দ্বারা ভারতে কমিটি ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর কমিটি ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। ভারতের আইনসভার কমিটিগুলো মূলত: বৃটিশ রীতিরই ধারক। এক্ষেত্রে আইন বিষয়ক ও তদারকি সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভারতের আইনসভার দু'টি কক্ষ ও এদের পরিচালনার জন্য আইন তৈরির বিধান করা সম্পর্কে সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে[৪৬] বলা হয়েছে। কনডাক্ট অব বিজনেস ও কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোর কার্যক্রম সম্মন্ধে বিস্তারিতভবে বলা হয়েছে। দুটি সভা দু'টি পৃথক কার্যপ্রণালী বিধির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ভারতের কমিটির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের আভ্যন্তরীন বিভিন্ন কার্যক্রম দেখাশুনা করার জন্য ১৭টি সাবজেক্ট ও ডিপার্টমেন্টভিত্তিক কমিটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৪তম লোকসভায় কমিটির সংখ্যা ২৪এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে মোট ২৪টি বিভাগ সংক্রান্ত কমিটি রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজ পর্যালোচনা করে থাকে। তবে উল্লেখ্য, বিভাগ সংক্রান্ত কমিটিগুলোর কোনো কোনোটি অনেক ক্ষেত্রে একাধিক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

৩.২ বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে কমিটির কার্যক্রমের তুলনা

৩.২.১ কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব এবং সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি

যুক্তরাজ্য: সংসদীয় কমিটির তদারকি ভূমিকা পালন এতে দলীয় প্রতিনিধিত্ব ও সভাপতি নির্বাচন পদ্ধতির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। একারণে যুক্তরাজ্যের স্ট্যান্ডিং অর্ডারে হাউজ অব কমন্সে প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের কথা বলা

---

[৪৪] উদাহরণস্বরূপ, স্কটিশ গ্র্যান্ড কমিটি, ওয়েলথস গ্র্যান্ড কমিটি।

[৪৫] http://www.parliament.uk/about/how/committees.cfm

[৪৬] *Constitution of India,* Article 118 and 208 ।

আছে। সে অনুযায়ী কমিটি গঠিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদস্যের সরাসরি অংশগ্রহণে কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটির সদস্যদের সরাসরি ভোটে সভাপতি নির্বাচন। মন্ত্রী সিলেক্ট কমিটির সভাপতি বা সদস্য হন না। সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে মনোনীত করা হয়। সরকারের জবাবদিহিতা ও তদারকি ব্যবস্থা জোড়দার করার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নির্বাহী বিভাগের উপর তদারকি জোড়দার করার জন্য মন্ত্রীকে কমিটির সদস্য করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

ভারত: ভারতের লোকসভার ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন করা হয়; অর্থাৎ সরকারি ও বিরোধী উভয় দল থেকে দলীয় আসনের অনুপাতের ভিত্তিতে এবং আলোচনার মাধ্যমে সভাপতি করা হয়। এক্ষেত্রে কমিটির সকল সদস্য সভাপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সহ বিভিন্ন আর্থিক কমিটির সভাপতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করা হয়। অধিবেশনে উপস্থিত সকল সদস্যের সরাসরি অংশগ্রহণে সভাপতি ও সদস্য নির্বাচিত হন[৪৭]। মন্ত্রী বিভাগ বা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য বা সভাপতি হন না[৪৮]।

৩.২.২ কমিটির কোরাম ও মেয়াদ

যুক্তরাজ্য: যুক্তরাজ্যে কমিটিতে কোরাম হয় ৩ জন বা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে যেক্ষেত্রে বেশী সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে[৪৯]। ভারতের ক্ষেত্রেও এক এক-তৃতীয়াংশ সদস্যে কোরাম হয়। যুক্তরাজ্যে কমিটির মেয়াদ বাংলাদেশের মত সংসদের মেয়াদকাল পর্যন্ত।
ভারত: ভারতের ক্ষেত্রেও এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কমিটিতে কোরাম হয়। এক বছরের জন্য গঠিত হয় কমিটি এবং কমিটির সকল সদস্য এক বছরের জন্য নিযুক্ত হন। প্রতিবছর তা পুনর্গঠিত হয়।

৩.২.৩ তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ

যুক্তরাজ্য: যুক্তরাজ্যে স্ট্যান্ডিং অর্ডার অনুযায়ী যেকোন ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য এবং নথিপত্র চাওয়ার ক্ষমতা কমিটির রয়েছে। এছাড়া যেকোনো ব্যক্তিকে তলব করার ক্ষমতা রয়েছে কমিটির। কমিটি এর এজেন্ডা ঠিক করতে পারে এবং এর প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে পারে। এছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণে পৃথক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। সিলেক্ট কমিটিগুলোর ২০১০-১২ সময়কালের কার্যক্রমের ওপর প্রণীত সংযোগ কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এই সময়ে কমিটি গুলো মোট ২,৩২৭ টি আনুষ্ঠানিক সভা করে যার মধ্যে ১,৪৬৩ টি ছিলো সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কিত সভা[৫০]।

ভারত: ভারতের সংসদীয় কমিটির সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। ভারতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের তদারকি কার্যকর করার জন্য বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিতে মন্ত্রীরা কমিটির সদস্য হতে পারেন না। নির্বাহী বিভাগকে কার্যকর, অর্থবহ ও জবাবদিহি করে তোলার লক্ষ্যে কমিটির সদস্যরা পার্লামেন্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন ও বির্তক করেন। প্রশাসনিক কাজের পর্যালোচনা, আইনগত পরীক্ষা, বাজেট প্রস্তাবনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তদন্ত করা পার্লামেন্টের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষমতাও সংসদীয় কমিটির রয়েছে। কমিটি ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি ফোরাম গঠন করে । এছাড়া কমিটি বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শক নিয়োগ করতে পারে।

৩.২.৪ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বা উত্তর দেওয়ার সময়সীমা

যুক্তরাজ্য: কমিটির সুপারিশ সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা নেই। হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জবাব দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া আছে। প্রতিবেদন প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে সরকার যে কোন সময় উত্তর দিয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যে কমিটির প্রতিবেদনের ওপর সরকারের প্রতিক্রিয়া থাকলে তা সরকার প্রকাশ করে। যুক্তরাজ্যে কমিটির সুপারিশকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। সুপারিশের একটি অংশ বাস্তবায়িত হয় এবং আরেকটি অংশ অর্থাৎ যেগুলো বাস্তবায়িত হয় না সেগুলো সম্পর্কে স্বারকলিপি দেওয়া হয় যা জন সম্মুখে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে সাড়া দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ থাকে।

ভারত: ভারতের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা নেই। তা সত্বেও শতকরা ৬০ ভাগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়[৫১]। কমিটির সিদ্ধান্তকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো।

---

[৪৭] http://parliamentofindia.nic.in/ls/rules/rulep26.html
[৪৮] http://parliamentofindia.nic.in/ls/ intro/p21.htm
[৪৯] অনুচ্ছেদ ১২৪, স্ট্যান্ডিং অর্ডার, তথ্যসূত্র: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmstords/416/41605.htm
[৫০] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmliaisn/697/69703.htm
[৫১] http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1370586468_Strengthening%20Parliamentary%20Committees.pdf

৩.২.৫ কমিটির সিদ্ধান্ত ও সরকারের প্রতিক্রিয়া

যুক্তরাজ্য: বিভাগীয় কমিটিতে কমপক্ষে ১১ জন সদস্য থাকেন যারা মৌখিক ও লিখিত প্রমাণের ভিত্তিতে তদন্ত করেন। প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদন এবং আইনসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

ভারত: ভারতে সংসদীয় কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে এবং মন্ত্রণালয় ছয় মাসের মধ্যে তা লিখিতভাবে কমিটিকে জানায়[৫২]। এক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয় লিখিত প্রতিক্রিয়া বা মতামত দিয়ে থাকে।

৩.২.৬ জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা ও তথ্য প্রকাশ

যুক্তরাজ্য: সিলেক্ট কমিটি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণকে সম্পৃক্ত করে থাকে; যেমন- পার্লামেন্টারি ওয়েবসাইট, অনলাইন কনসালটেসন, পার্লামেন্টারি টুইটার একাউন্ট, রেডিও ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া কমিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য কমিটি সভায় জন সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে।
ভারত: ভারতে কমিটি সভায় জনগণের প্রবেশাধিকার নেই।

৩.২.৭ বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা:

যুক্তরাজ্য: যুক্তরাজ্যে জাতীয় বাজেট প্রণয়নে কমিটির সম্পৃক্ততা থাকে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঐ বিভাগের বাজেট পর্যালোচনা করে[৫৩]।

ভারত: ভারতে ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত অনুমিত হিসাব কমিটি বাজেট প্রণয়নে সম্পৃক্ত থাকত। তার পর থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বাজেট প্রণয়নে সম্পৃক্ত থাকে।

৩.২.৮ অন্যান্য কার্যক্রমে কমিটির সম্পৃক্ততা

যুক্তরাজ্য: যুক্তরাজ্যে সরকারের কিছু উচ্চ পদে নিয়োগে কমিটি সম্পৃক্ত থাকে এবং তদারকি করে। কমিটি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে শুনানি করে থাকে। ২০০৮ সাল থেকে এটি চালু হয়। কমিটি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের চ্যান্সেলর নিয়োগ এবং পদচ্যুতির ক্ষেত্রে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। যেমন- রাষ্ট্রীয় কোষাগারের চ্যান্সেলর নিয়োগ এবং পদচ্যুতির ক্ষেত্রে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে কমিটি। ২০১০-১২ সময়কালে এই সিলেক্ট কমিটিগুলো মোট ৪১টি নিয়োগ পূর্ব শুনানি অনষ্ঠিত হয়[৫৪]।

বিভিন্ন কমিটির মধ্যে সমন্বয়, কমিটির কার্যক্রম মূল্যায়ন, অন্তবর্তীকালীন কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য রয়েছে সংযোগ কমিটি (Liaison Committee)। দুইটি সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম এই কমিটি তদারকি করে থাকে।

ভারত: লোকসভার কমিটি গঠনের সময় সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে সদস্যের যোগ্যতা যাচাই করে এবং তার প্রেক্ষিতে সুপারিশ করার জন্য যৌথ কমিটি (**Joint Committee on Offices of Profit**) রয়েছে। লোকসভার সদস্যদের উপস্থিতির বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য সদস্যদের উপস্থিতি সম্পর্কিত কমিটি (**Committee on Absence of Members**) রয়েছে। এই কমিটি ছুটির আবেদন বিবেচনা করা সহ ছুটির কারণ অনুসন্ধান সাপেক্ষে সুপারিশ করে থাকে[৫৫]।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যায়, যুক্তরাজ্য এর সঙসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে কার্যকরভাবে ব্যবহারে কমিটি গঠন, এর কার্যক্রম পরিচালনা, মূল্যায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়। অন্যদিকে বৃটিশ রীতির ধারক হিসেবে ভারত কমিটি গঠনে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয় যার প্রেক্ষিতে কমিটির কার্যকরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ থাকলেও তা বিভিন্ন কারণে কার্যকর হচ্ছে না। বরং স্থায়ী কমিটি ক্রমান্বয়ে গুরুত্ব হারাচ্ছে।

---

[৫২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *পার্লামেন্টওয়াচ সিরিজ প্রতিবেদন*, ২০০১-০৬।
[৫৩] Krafchik, Warren and Wehner, Joachim, *The Role of Parliament in the Budget Process.*
[৫৪] http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmliaisn/697/69703.htm
[৫৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন, পরিশিষ্ট ৫।

অধ্যায় চার
সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার কার্যকরতার চ্যালেঞ্জসমূহ

সংসদীয় কমিটি সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমের তদারকি করে থাকে। বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় কমিটির কর্মপরিধি এবং এখতিয়ার অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনায় আইনি সীমাবদ্ধতা, বিদ্যমান আইনের প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক, কাঠামোগত ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সংসদীয় কমিটির কার্যকরতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এর ফলাফল ও প্রভাব এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হল।

৪.১ আইনগত চ্যালেঞ্জ
৪.১.১ সীমিত এখতিয়ার

সুপারিশ বাস্তবায়ন: সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা সুপারিশ প্রস্তাব ও সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুপারিশ বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে জবাবদিহি করার জন্য সরাসরি প্রশাসনিক কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা কমিটির নেই। কমিটির কাছে জবাবদিহিতার জন্য মন্ত্রণালয়সমূহের কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয় না।

কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা এবং তার অগ্রগতি প্রতিবেদন দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ের আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এছাড়া কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা অথবা সে বিষয়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত বা অগ্রগতি কমিটিকে অবগত করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ করা নেই। ফলে অনেক সময় সভায় কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তার ফলো-আপ করার ক্ষেত্রে কমিটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

সাক্ষী তলব, সাক্ষ্য গ্রহণ ও নথি আহ্বান: সংসদ আইনের দ্বারা কমিটিতে সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোনো উপায়ের অধীন করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করার ক্ষমতা দিতে পারে।[৫৬] কিন্তু সংসদ এ ধরনের আইন এখনো প্রণয়ন করে নি। ফলে তলবকৃত ব্যক্তি উপস্থিত না হলে কোনো আইনগত ব্যবস্থা কমিটি নিতে পারে না।

৪.১.২ বিরোধী দল এবং নারী প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিধিতে উল্লেখ না থাকা
নির্বাহী বিভাগের কাজ এবং সামগ্রীকভাবে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদীয় কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি হিসেবে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কমিটিতে সভাপতি এবং সদস্য হিসেবে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বকে কার্যপ্রণালী বিধি বা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে অত্যাবশ্যক উল্লেখ করা হয় নি। কার্যপ্রণালী বিধি বা সংবিধানে কমিটির সদস্য এবং সভাপতি হিসেবে নারী প্রতিনিধিত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। এছাড়া কমিটিতে সহ-সভাপতি নিয়ুক্তির বিধানও কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ করা নেই।

৪.১.৩ সদস্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা যাচাই করার তথ্য প্রাপ্তির বিধান না থাকা
কমিটির সদস্যদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করার কোনো বিধান কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ করা নেই। ফলে কমিটিতে সদস্য নিয়ুক্ত হওয়ার পরবর্তীতে কমিটির কার্যক্রমের সাথে সদস্যের স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি যাচাই করার সুযোগ থাকে না।

৪.১.৪ কমিটি প্রতিবেদন মুদ্রণ ও প্রকাশ হওয়ার সময় উল্লেখ না থাকা
কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটির প্রতিবেদন মুদ্রণ এবং প্রকাশ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা নেই। কমিটি সংসদে প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর তা স্পিকারের অনুমোদনক্রমে মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়। মুদ্রণ ও প্রকাশের সময়সীমা সুনির্দিষ্ট না থাকায় কোনো কোনো কমিটির প্রতিবেদন একটি নির্বাচিত সংসদের সময় পূর্ণ হওয়ার অনেক পরে মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে সংসদ মেয়াদ পূর্ণ করায় তৎকালীন অপ্রকাশিত প্রতিবেদন মুদ্রণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয় না।

---

[৫৬] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,* অনুচ্ছেদ ৭৬ (৩)।

৪.১.৫ কমিটি সভা সরাসরি সম্প্রচারের নীতিমালা না থাকা

কমিটি সভা একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে[৫৭]। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদ অধিবেশনের সকল কার্যক্রম জনগণের জন্য সংসদ টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হলেও কমিটি সভার কার্যক্রম এখনও জনগণের কাছে উন্মুক্ত করার কোনো নীতিমালা তৈরি করা হয় নি। সংসদীয় উন্মুক্ততা চর্চায় এক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষণীয়।

৪.২ আইনের প্রয়োগের চ্যালেঞ্জ

৪.২.১ স্বার্থের সংঘাত সংশ্লিষ্ট বিধির প্রয়োগ না হওয়া

কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিতে সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা যাচাই করার সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া থাকলেও তা বাস্তবে চর্চা হতে দেখা যায় না। এমনকি কমিটিতে সদস্য নিয়োগের পরবর্তীতে সময়েও এই বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। কমিটির কার্যক্রমের সাথে কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকলে তা স্বপ্রণোদিতভাবে সদস্যরা ঘোষণা করবেন এ ধরনের কোনো নীতিমালার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই এবং এরকম উদ্যোগ নিতে এখনো দেখা যায় নি। নবম সংসদে কমিটিতে সদস্যদের কমিটি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা এবং দশম সংসদে পূর্ববর্তী নবম সংসদের মন্ত্রীদের সংশ্লিষ্ট কমিটির[৫৮] সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ায় সরকারের ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকারের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং সুস্পষ্ট ধারণা উক্ত কমিটির কার্যক্রমের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এমন প্রত্যাশা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়।

৪.২.২ কমিটি সভায় সদস্যদের অনুপস্থিতি সম্পর্কিত বিধির যথাযথ প্রয়োগের ঘাটতি

বিধিতে কোনো সদস্য পর পর দুটি বা তার বেশি সভায় অনুপস্থিত থাকলেও কমিটি থেকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব থাকলেও এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় নি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য অনুমতিক্রমে অনুপস্থিত থাকার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কি না তার সুস্পষ্ট তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকে না এবং সচিবালয়ে সংরক্ষণ করা হয় কি না বা করলেও তা জানা যায় না। অনুমোদন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার ঘাটতির কারণে এই বিধানের যথাযথ প্রয়োগে প্রত্যাশিত কার্যকরতা ব্যাহত হচ্ছে।

৪.২.৩ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনসমূহ সংসদ ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর আলোকে প্রণীত 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' অনুযায়ী কমিটির প্রতিবেদন, বাজেট, আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য (তথ্য অধিকার আইনে উল্লিখিত) সংসদ ওয়েবসাইটে সহজলভ্য হওয়ার কথা। যেসব কমিটির প্রতিবেদন প্রতি বছর মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয় তা জনগণের কাছে সহজলভ্য নয়। উপরন্তু সংসদ অধিবেশনে কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপিত হলেও প্রতিবেদনের বিষয় সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বিধির নিষেধাজ্ঞার কারণে আলোচনা হয় না। প্রেস ব্রিফিং-এর মাধ্যমে কমিটি যে সকল সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করে তা ব্যতীত আর কোনো সুপারিশ এবং পদক্ষেপ জানার সুযোগ এই সংসদীয় চর্চায় নেই। তথ্য উন্মুক্ত না করার এই চর্চা কমিটির জবাবদিহিতা এবং কার্যকরতার ক্ষেত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ তৈরি করে।

৪.৩ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.৩.১ কমিটি গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এককেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামোর প্রভাব

সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকার দলীয় চীফ হুইপ কমিটির সভাপতি এবং সদস্যদের নাম সংসদে প্রস্তাব করেন যা কণ্ঠভোটে অধিবেশনে গৃহীত হয়। কণ্ঠভোটে প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়ায় বিরোধী পক্ষ বা সরকার পক্ষের যারা প্রস্তাব সমর্থন করেন না তাদের মতামতের প্রতিফলনের সুযোগ সীমিত। বাংলাদেশের সংসদীয় চর্চায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গঠিত সরকার দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা উভয়ে একই ব্যক্তি। এক ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী, দলীয় প্রধান, দলের স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন এবং আইন, বিচার, সংসদ সকল বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার মতামতের বাইরে কোন সদস্য মতামতও দিতে চান না।[৫৯] ফলে সংসদীয় এবং সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা কার্যত খর্ব হয়। কমিটিতে সভাপতি ও সদস্য নির্বাচনে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরকারি দলের এবং দলীয় প্রধানের প্রাধান্য দেখা যায়[৬০]। এক্ষেত্রে

---

[৫৭] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি*, বিধি ১৯৯।

[৫৮] পানিসম্পদ, বিমান ও পর্যটন, পররাষ্ট্র, ভূমি, পরিবেশ ও বন, শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি।

[৫৯] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধি, ডিসেম্বর ২০১৩।

[৬০] "*প্রধানমন্ত্রী সর্বময়ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি আইন, বিচার,সংসদ সকল বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার মতামতের বাইরে কোন সদস্য মতামতও দিতে চান না। কমিটির ক্ষমতা নেই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনসম্মুখে অভিযোগ এনে প্রকাশ করার, কারণ এতে প্রধানমন্ত্রী নাখোশ হতে পারেন। তাই জানা সত্ত্বেও অনেক সময় কমিটি কথা বলে না।*" তথ্যসূত্র - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধি, ডিসেম্বর ২০১৩।

স্পিকারের থেকে দলের এবং দলীয় প্রধানের সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিফলিত হয়[৬১]। কমিটির সভাপতিকে সংসদ নেতার মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়, ফলে কমিটির নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয় না এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।[৬২] স্থানীয় পর্যায় থেকে দলীয় প্রধানের মনোনয়ন নিয়ে আসা জনপ্রতিনিধি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের থেকে নিজের অবস্থান ধরে রাখার জন্য ব্যস্ত থাকেন। সংসদ সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর কমিটিতেও তাদের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় নাম প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ধাপগুলো নিয়মানুযায়ী অনুসরণ করা হয় না। কমিটির সদস্য নিযুক্তির ক্ষেত্রে উক্ত সদস্যের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা বিবেচনা কতটা নিরপেক্ষ হয় তাও প্রশ্নসাপেক্ষ[৬৩]।

৪.৩.২ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দলীয় প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা

কমিটির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সংসদ চলাকালীন সমসাময়িক ব্যর্থতা, অনিয়মসমূহের প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা এবং উক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়[৬৪]। কিন্তু পরবর্তীতে সিদ্ধান্তসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন বা অগ্রগতি দৃশ্যমান হতে দেখা যায় নি। বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কম হওয়ার কারণে মতামত দিলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে প্রভাব কম থাকে। এক্ষেত্রে কমিটি সভাপতি পূর্ববর্তী সরকার দলীয় হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ তৈরি হয়।

সংসদ এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা যেসব সুপারিশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তারা সেগুলো বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেন। রাজনৈতিক দল হিসাবে অনেক সিদ্ধান্ত ভোট রক্ষা ও দলীয় বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ অনেক সময় বিবেচনায় আনা হয় না[৬৫]। এমনকি কমিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিলের খসড়া নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও জনমতের ভিত্তিতে পাস করার সুপারিশ করলেও সংসদে পাস হয় না[৬৬]।

৪.৪ প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.৪.১ আলোচ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণামূলক প্রস্তুতি এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব

পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী সভার আলোচিত বিষয় এবং সিদ্ধান্তের অগ্রগতির বিষয় সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রস্তুতিমূলক প্রতিবেদন তৈরি করে দেওয়ার মতো দক্ষ জনবল বা এ ধরনের চর্চা কমিটি সেকশনগুলোতে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, ভারতে সংসদ সচিবালয়ে প্রতিটি কমিটিতে এধরনের গবেষণামূলক কাজ করার জন্য আলাদাভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকেন। এছাড়াও সেখানে কমিটি সেকশন থেকে মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ এবং কোনো বিশেষ আলোচ্য সূচী সম্পর্কিত পূর্ব প্রস্তুতিমূলক বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে দেওয়ার চর্চা আছে।

কমিটির কার্যক্রমের কোনো বছর ভিত্তিক পরিকল্পনা বা ক্যালেন্ডার নেই। এছাড়াও কমিটির সভার আলোচ্য সূচী তৈরি করার জন্য বিষয়সমূহের প্রাধান্য নির্বাচনে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে দক্ষ কমকর্তা অপ্রতুল। কমিটির সেকশনের কর্মকর্তারা পূর্ববর্তী সভার আলোচ্য বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে মিটিং এর আলোচ্য সূচী প্রস্তুত করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি বা তার মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক কমিটি সেকশনের কর্মকর্তাদেরকে আলোচ্য সূচীর ওপর মতামত প্রদানের চর্চা তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়[৬৭]।

৪.৪.২ কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় সদস্যদের দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা

কমিটির কার্যক্রমের কার্যকরতা কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। কমিটির সভাপতির নিরপেক্ষতা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা কমিটির কার্যক্রমকে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের প্রয়োজনীয় ও ধারণার অভাব দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর মতামতের ওপর কোনো মতামত দেওয়ার মত ব্যক্তিত্ব ও মানসিক সক্ষমতা অধিকাংশ কমিটির সভাপতির মধ্যে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়[৬৮]।

---

[৬১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ডিসেম্বর ২০১৪।

[৬২] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ বিশেষজ্ঞ, মে ২০১৫।

[৬৩] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কমিটি কর্মকর্তা, ডিসেম্বর ২০১৪।

[৬৪] নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিআইডব্লিউটিসি'র প্রাক্তন চেয়ার এর অনিয়ম ও দুর্নীতি, পূর্ববর্তী সরকারের সময় চট্টগ্রাম বন্দরে ট্যাগ বোট ক্রয়ে অনিয়ম, কমলাপুর আইসিডির টেন্ডার গ্যাটকো পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম; যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের টেন্ডার সংক্রান্ত অতীত অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখা, অতীতের প্রশাসনিক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অনিয়ম, বিআরটিএর গত ৫ বছরে এমভি ট্যাক্স খাতে রাজস্ব আয়ে অনিয়ম; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি বিভাগের ২০০১ সাল থেকে সংঘটিত দুর্নীতি (কর্তব্য অবহেলা, উন্নয়ন কাজে ত্রুটি) বিষয়ে তদন্ত, প্রাক্তন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুর্নীতির তদন্ত পুনরায় শুরু করা, মেয়র সাদেক হোসেন খোকার বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি ও অনিয়ম।

[৬৫] সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) বিলের ওপর সংসদীয় বিশেষ কমিটি সুপারিশ সহ প্রতিবেদন উপস্থাপন করলেও সংসদে তার কোনোটি গ্রহণ করা হয় নি।

[৬৬] 'সংসদ সদস্য আচরণ বিধি বিল ২০১০' নবম সংসদে উত্থাপিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা পাস করা হয় নি। সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বিলটি তামাদি হয়ে যায়।

[৬৭] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কমিটি কর্মকর্তা, ডিসেম্বর ২০১৪।

[৬৮] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কমিটি সদস্য, ডিসেম্বর ২০১৪; সংসদ বিশেষজ্ঞ, মে ২০১৫।

অষ্টম ও নবম সংসদে ইউএনডিপির সহায়তায় সংসদ সদস্যদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও সুনির্দিষ্টভাবে স্থায়ী কমিটিতে কাজ করার জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা ছিল। ইউএনডিপির প্রকল্পের অর্থায়ন বন্ধ হওয়ায় দশম সংসদে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সংসদ কার্যক্রম পরিচিতিমূলক একটি ওয়ার্কশপ (৯-১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪) আয়োজন করা হলেও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের উদ্যোগ এখনও অনুপস্থিত।

৪.৪.৩ ডেপুটেশনে কর্মরত জনবলের দক্ষতা ও আগ্রহের অভাব

আলোচ্যসূচী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যেধরনের প্রস্তুতিমূলক গবেষণা প্রয়োজন সেখানে জনবলের প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।[৬৯] সংসদ সচিবালয়ে নিজস্ব গবেষণা বিভাগ থাকলেও দক্ষ জনবলের অপর্যাপ্ততার কারণে কমিটিতে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হয় না।[৭০] উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে প্রেষণে কর্মরত কর্মকর্তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংসদ সচিবালয়ে বদলি বা পদায়িত হয়ে আসেন। অন্যান্য সচিবালয়ের প্রচলিত কার্যক্রমের থেকে সংসদ সচিবালয়ের কাজের ধরন কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে ডেপুটেশনে এনে সংসদীয় কমিটিতে টেকনিক্যাল সহায়তার করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরও তারা কমিটির কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা দেওয়ার মত পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জন করেন না। এছাড়া একটি নির্দিষ্ট এবং স্বল্প সময়ের জন্য সংসদ সচিবালয়ে প্রেষণে কাজ করতে আসায় এ ধরনের সুনির্দিষ্ট গবেষণামূলক কাজ করতে তারা তুলনামূলকভাবে কম আগ্রহী হন।

৪.৪.৪ কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা

সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার উদ্যোগ নেই, প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো বিষয় সংশ্লিষ্ট দক্ষ প্রশিক্ষক নেই। এমতাবস্থায় প্রশিক্ষণ ছাড়াই কিংবা সীমিত পর্যায়ে কার্যক্রম সম্পর্কিত পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রেষণে পদায়িত কর্মকর্তাদের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের পর্যাপ্ত উদ্যোগ দেখা যায় না[৭১]।

৪.৪.৫ সংসদ সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদোন্নতির সুযোগের অপ্রতুলতা

সংসদ সচিবালয়ে সচিবসহ প্রায় ৩৭ শতাংশ কর্মকর্তা প্রেষণে কাজ করছেন। এখানে দীর্ঘদিন পরপর নিজস্ব জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়। নবম সংসদ চলাকালীন নিজস্ব কর্মচারীদের পদোন্নতি হতে দেখা যায় নি, তবে নবম সংসদের সমাপ্তি লগ্ন থেকে দশম সংসদের প্রথম এক বছরে ২০ জনের পদোন্নতি হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালায় নিজস্ব কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে পদ ভেদে বিভিন্ন হার উল্লেখ করা থাকলেও কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রণোদনা দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর তাদের উচ্চ পদে পদায়নের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম। ফলে সংসদ সচিবালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তারা কমিটির কাজে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানে তাদের দক্ষতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করেন না এবং তাদের অভিজ্ঞতার কার্যকর প্রয়োগও নিশ্চিত করা যায় না।

৪.৪.৬ কমিটির প্রতিবেদন কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা

কমিটির প্রতিবেদন একই ফরমেটে তৈরি না করার কারণে বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদনের তথ্য বিভিন্ন রকমভাবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে সকল কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সকল প্রতিবেদনে একইভাবে সন্নিবেশিত করা যায় না। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন ফরমেট তৈরি করে দেওয়া হলেও তা সকল কমিটি একইভাবে অনুসরণ করে না[৭২]। উল্লেখ্য নবম সংসদে ২২টি কমিটির প্রতিবেদনে সুপারিশ বাস্তবায়নের হার উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকাংশ কমিটির প্রতিবেদনে পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তের অগ্রগতি, বাস্তবায়নের হার, বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয় না। ফলে কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতার মাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কমিটির প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে সন্নিবেশ করার চর্চা দেখা গেছে[৭৩]। এছাড়া কমিটি কর্তৃক কোনো সুপারিশ প্রস্তাব করা হলে যেসব সুপারিশ প্রক্রিয়াধীন হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় তা সম্পন্ন হওয়ার তথ্য পরবর্তীতে প্রতিবেদনে পাওয়া যায় না।

---

[৬৯] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কমিটি কর্মকর্তা, ডিসেম্বর ২০১৪।

[৭০] *প্রাগুক্ত*।

[৭১] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কমিটি কর্মকর্তা, ডিসেম্বর ২০১৪।

[৭২] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদ বিশেষজ্ঞ, জানুয়ারি ২০১৫।

[৭৩] সরকারি হিসাব, নৌ পরিবহন, শিল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি (গবেষণার আওতাভুক্ত কমিটিগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে)

৪.৪.৭ কমিটি ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়হীনতা

কমিটির সুপারিশের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সিদ্ধান্তের অগ্রগতি ফলো-আপ করার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এবং কমিটির সমন্বয়ের অভাব কমিটির কার্যকরতার পথে প্রতিবন্ধক। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি হয়ে যাওয়ায় তাদের কারও বিরুদ্ধে কোনো নিরীক্ষা আপত্তি বা অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে দেরি হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেওয়াও হয় না। এ কারণে কমিটি সুপারিশ করলেও মন্ত্রণালয়সমূহ কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলোতে উল্লিখিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার দীর্ঘ দিন পরে প্রতিবেদনগুলো সংসদে জমা দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট আপত্তি এবং অনিয়মের অভিযোগগুলো নিস্পত্তি হয় না, অর্থ আত্মসাৎ হলে তা আর আদায় করাও সম্ভব হয় না।

৪.৪.৮ দুইটি সংসদের মধ্যবর্তী সময়ে কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয়ের ঘাটতি

একটি নির্বাচত সংসদের সময় পূর্ণ হওয়ার পর পরবর্তী নির্বাচিত সংসদ গঠিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সংসদীয় কমিটি কার্যকর থাকে না। পূর্ববর্তী সংসদের কমিটির সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নতুন নির্বাচিত সংসদের কমিটির ক্ষেত্রে নেই। তবে কোনো কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের সদিচ্ছার ওপর এই ধরনের চর্চা নির্ভর করে। ফলে সংসদীয় কমিটির সুপারিশসমূহের কার্যকর বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়।

৪.৫ কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

আইন ও আইনের প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ সহ প্রাতিষ্ঠানিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ করে, একনজরে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব নিম্নে দেখানো হল।

চিত্র ৪: সংসদীয় কমিটি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর না হওয়ার কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

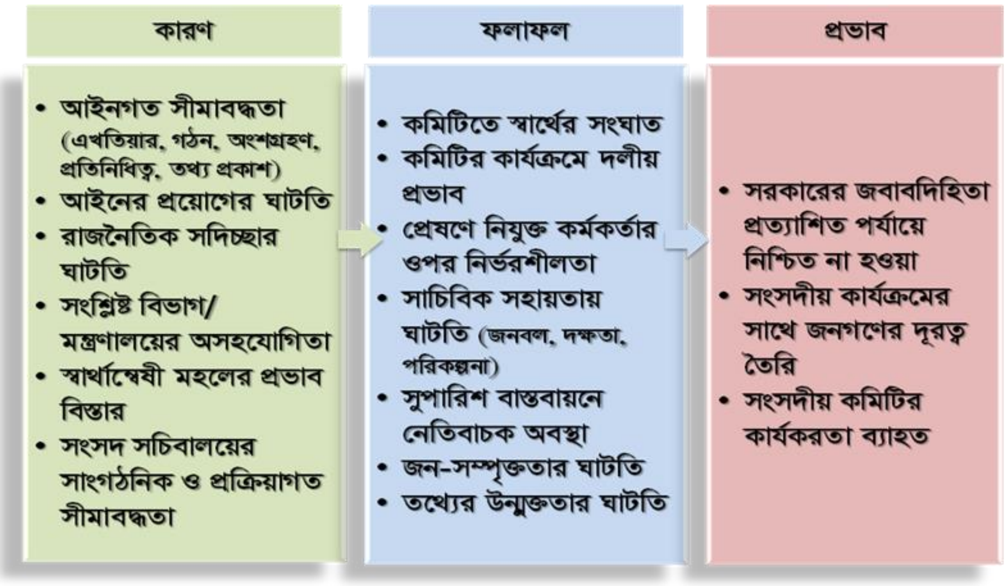

সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের কার্যক্রমের সাথে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার মাধ্যম হিসেবে সংসদীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার কথা। কিন্তু বিধিমালার দুর্বলতা, কমিটির গুরুত্ব বিবেচনায় না নেওয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্পৃক্ততার ঘাটতি, দলীয় প্রভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, তথ্যের উন্মুক্ততা ও অভিগম্যতার ঘাটতির কারণে কমিটি ব্যবস্থা প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। অষ্টম সংসদের মতো নবম ও দশম সংসদেও এই বিষয়গুলোর উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায় নি। ফলে সংসদীয় কমিটির কার্যকরতা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

অধ্যায় পাঁচ
উপসংহার ও সুপারিশমালা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় প্রথম অধিবেশনে সকল কমিটি গঠন ও সংসদে দলীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ থাকলেও সার্বিকভাবে প্রত্যাশিত পর্যায়ে সংসদীয় কমিটিগুলো কার্যকর হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ কারণ হিসেবে কাজ করছে যেগুলো আবার কমিটির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সার্বিকভাবে দেখা যায়, কমিটির গঠন ও কার্যক্রমে দলীয় প্রভাব রয়েছে। কমিটিতে সদস্যদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা বিদ্যমান; সদস্য নির্বাচনের সময় বা পরবর্তীতে এ বিষয়ে যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কমিটিকে ব্যবহার করে।

কমিটির সিদ্ধান্তের একটি বড় অংশ বাস্তবায়িত হয় না, যেহেতু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা নেই, আর কমিটির কার্যক্রমকে অনেক সদস্য বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। আরও দেখা যায় কমিটিতে দুর্নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত তুলনামূলকভাবে কম। কমিটির কার্যক্রমে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তায় ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যায়।

কমিটির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি রয়েছে বলে দেখা যায়। কমিটির কার্যক্রম সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয় এবং কমিটি সম্পর্কিত তথ্যেও জনগণের অভিগম্যতা কম। এছাড়া কমিটির কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা খুবই সীমিত পর্যায়ের। আরও দেখা যায়, কমিটির কার্যক্রমের কোনো মূল্যায়ন কাঠামো নেই। বিভিন্ন কমিটি এবং দুইটি সংসদের মধ্যবর্তী সময়ের কার্যক্রমের সমন্বয়েরও ঘাটতি রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, একদিকে কমিটিতে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিধিতে সুনির্দিষ্ট করা নেই, অন্যদিকে কমিটিতে যারা বিরোধী দলের সদস্য আছেন তারাও প্রত্যাশিত পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে পারছেন না। আইনগতভাবে কমিটির সীমিত এখতিয়ার, রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি এবং কমিটি কার্যক্রমের তথ্যের উন্মুক্ততার ঘাটতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে কমিটির কার্যকরতাকে ব্যাহত করছে। সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করা হল:

১. সংবিধানের ৭৬ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে সাক্ষী হাজিরা, সাক্ষ্য প্রদান এবং দলিলপত্র দেওয়ায় বাধ্য করার ক্ষমতা কমিটিকে দিতে হবে।
২. সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে নিম্নলিখিত পরিবর্তন করতে হবে:
   (ক) সভাপতি ও সদস্যদের বাণিজ্যিক, আর্থিক সম্পৃক্ততার তথ্য প্রতিবছর হালনাগাদ করে তা জনসম্মুখে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করার বিধান করতে হবে।
   (খ) কমিটির সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত তথ্য পুরোপুরিভাবে যাচাই করার এবং কোনো সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির পর কমিটি-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক স্বার্থ সংক্রান্ত কোনো তথ্য পাওয়া গেলে প্রমাণ সাপেক্ষে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করতে হবে।
   (গ) বর্তমান বা পূর্বতন কোনো মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি/ সদস্যপদ না দেওয়ার বিধান করতে হবে।
   (ঘ) কমিটিতে সহ-সভাপতির পদ প্রবর্তন করতে হবে।
   (ঙ) স্থায়ী কমিটিগুলোর অন্তত ৫০% কমিটিতে বিশেষ করে আর্থিক কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।
   (চ) সংসদে নারী সদস্যের প্রতিনিধিত্বের অনুপাতে সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন করার বিধান করতে হবে।
   (ছ) প্রস্তাবিত অর্থবিল আলোচনার জন্য অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে।
   (জ) গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যেমন জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সংবেদনশীল বিষয় ছাড়া সাধারণভাবে কমিটির সভা সংসদ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে।
   (ঝ) কমিটি সভায় কোনো সদস্যের অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিক করতে হবে।

৩. প্রতিটি কমিটিকে প্রতিমাসের নির্দিষ্ট দিন ও সময় নির্ধারণ করে বার্ষিক ক্যালেন্ডার বছরের শুরুতেই তৈরি ও প্রকাশ করতে হবে।

৪. কমিটির কার্যক্রমের বার্ষিক মূল্যায়ন এবং সকল কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য একটি সংযোগ কমিটি গঠন করতে হবে।

৫. কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত ব্যবস্থা সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে লিখিতভাবে কমিটিকে জানানো বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. কমিটির প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী সভা-পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে এবং পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭. কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়নে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকভিত্তিক (উপস্থিতি, কমিটি পুনর্গঠনের কারণ, কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, তলব ও সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি) অভিন্ন ফরমেট ব্যবহার করতে হবে।

৮. কমিটির কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে, এবং এ খাতে (গণশুনানি, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ) পৃথক ও সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ও কর্ম পরিকল্পনা রাখতে হবে।

৯. সংসদ সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে উর্ধ্বতন পদসমূহে পদোন্নতির সুযোগ তৈরি করতে হবে এবং প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস করতে হবে।

১০. কমিটির আলোচ্যসূচি নির্ধারণে সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিটিকে সাচিবিক ও টেকনিক্যাল সহায়তা করার জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদেরকে অধিক সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. সভার পূর্বে সভাপতি ও সদস্যের প্রস্তুতির জন্য কমিটি শাখার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী সভার আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্তের অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরবরাহ করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, Nizam, *Limits of Parliamentary Control: Public Spending in Bangladesh*, The University Press Limited, 2006.

Ahmed, Nizam. 2002. *The Parliament of Bangladesh*. Ashgate Pub Ltd. 2002.

Ahmed, N. 1997, "Parliamentary Opposition in Bangladesh: A Study of its Role in Fifth Parliament", *Party Politics*, 3(2): 147–168.

Benda, Susan. 1997. *Committees in Legislatures: A Division of Labour* Legislative Research Series Paper-2, Washington D.C.

Constitution of India, 2007

Damgaard, Erik and Mattson, Ingvar, 2004. "Conflict and Consensus in committees" in *Patterns of Parliamentary Behavior: Passage of Legislation Across Western Europe.* Ashgate Publishing Limited.

Framework of NIS: An Inclusive Approach to Fight Corruption, October 2008, GoB.

Hazan, R.Y. (2001), *Reforming Parliamentary Committees: Israel in Comparative Perspective*. Columbus: Ohio State University Press.

Lees, John D. and Shaw, Malcolm. 1979. *Committees in Legislatures: A Comparative Analysis*, Durham: Duke University Press.

Longley, Lawrence D. and Davidson, Roger H. 1998. "Parliamentary Committees: Changing Perspectives on Changing Institutions" in Lawrence D. Longley and Roger H. Davidson (eds.) *The New Roles of Parliamentary Committees*. Frank Cass, London.

Mattson, Ingvar and Strøm, Kaare. 1995. "Parliamentary Committees", in Herbert Döring (ed.) *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*. New York.

Martin, Shane. 2010. "The Committee System" in Muiris MacCarthaigh and Maurice Manning (eds.) *The Houses of the Oireachtas: Parliament in Ireland*. Dublin: Institute of Public Administration.

Mezey, M.L. 1991. "Parliaments and Public Policy: An Assessment" in D.M. Olson and M.L Mezey (eds.) *Legislatures in Policy Process*. Cambridge: Cambridge University Press.

Norton, P. and Ahmed, N., (1999), *Parliaments in Asia*, London.

Norton, P. and Ahmed, N. 1999, "Legislatures in Asia: Exploring Diversity", in P.Norton and N. Ahmed (eds), *Parliaments in Asia*. London: Frank Cass, 1–12.

Obaidullah, A.T.M. 2011."Standing Committees on Ministries in the Bangladesh Parliament: The Need for Re-organisation" in *South Asian Survey*, Volume 18, No 2 , www.sagepublications.com. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC.

Obaidullah, A.T.M. 2012. "Human Resource Development in Bangladesh Parliament and Its Secretariat: An Overlooked Agenda" in *Development Compilation*, Volume 07. No. 01.

Rahman, Taiabur, 2008. *Parliamentary Control and Government Accountability in South Asia*. Routledge, New York.

http://www.parliament.uk/about/how/committees.cfm

http://parliamentofindia.nic.in/Is/rules/rulep26.html

http://parliamentofindia.nic.in/Is/ intro/p21.htm

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmstords/416/41605.htm

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmliaisn/697/69703.htm

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1370586468_Strengthening%20Parliamentary%20Committees.pdf

একীভূত বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৯-২০১৩), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ২০০৭।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১১।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, পার্লামেন্টওয়াচ সিরিজ প্রতিবেদন, ২০০৯-১৩।

ফিরোজ, জালাল ২০০৩, *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

পরিশিষ্ট ১

গবেষণায় কেস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ১১টি কমিটি

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

২. যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৩. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৫. শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৬. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৭. নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৮. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

৯. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

১০. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

১১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

পরিশিষ্ট ২

নবম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক সংখ্যা

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	বৈঠক সংখ্যা
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	২৪ টি
২.	সংসদ কমিটি	১৯ টি
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১৪ টি
৬.	পিটিশন কমিটি	-
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	২০ টি
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩২ টি
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	৯১ টি
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	৩৮ টি
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৬৭ টি
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭৮ টি
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৬ টি
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৩ টি
১৫.	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৯ টি
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫২ টি
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫২ টি
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬৬ টি
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২ টি
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩ টি
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২ টি
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯ টি
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪০ টি
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪২ টি
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫১ টি
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৫ টি
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৮ টি
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩০ টি
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৮ টি
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৫ টি
৩২.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৪ টি

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	বৈঠক সংখ্যা
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৬ টি
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৯ টি
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪ টি
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬ টি
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৫ টি
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৪ টি
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি
৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮ টি
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫৫ টি
৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৭ টি
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ টি
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮ টি
৪৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৯ টি
৪৮.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২ টি
৪৯.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩ টি
৫০.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৭ টি
৫১.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৯ টি
	সর্বমোট	**১৯৭২টি**

তথ্যসূত্র: জাতীয় সংসদ সচিবালয়; ৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত হালনাগাদ।

পরিশিষ্ট ৩
দশম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক সংখ্যা

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	বৈঠক সংখ্যা
১.	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	৪ টি
২.	সংসদ কমিটি	৫ টি
৩.	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-
৪.	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-
৫.	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	২ টি
৬.	পিটিশন কমিটি	-
৭.	লাইব্রেরী কমিটি	৫ টি
৮.	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৫ টি
৯.	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১৪ টি
১০.	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	২ টি
১১.	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	১২ টি
১২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৪ টি
১৩.	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
১৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২ টি
১৫.	স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫ টি
১৬.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯ টি
১৭.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১ টি
১৮.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫ টি
১৯.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
২০.	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯ টি
২১.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬ টি
২২.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৫ টি
২৩.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ টি
২৪.	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০ টি
২৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪ টি
২৬.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ টি
২৭.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০ টি
২৮.	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ টি
২৯.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
৩০.	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
৩১.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩ টি
৩২.	সড়ক, পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ টি
৩৩.	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১ টি
৩৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০ টি

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	বৈঠক সংখ্যা
৩৫.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬ টি
৩৬.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯ টি
৩৭.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২ টি
৩৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮ টি
৩৯.	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
৪০.	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০ টি
৪১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯ টি
৪২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৩ টি
৪৩.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
৪৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১ টি
৪৫.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬ টি
৪৬.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
৪৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০ টি
৪৮.	রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১ টি
৪৯.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬টি
৫০.	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭ টি
	সর্বমোট	**৪০০টি**

তথ্যসূত্রঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়; ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত হালনাগাদ।

পরিশিষ্ট ৪
সংশ্লিষ্ট কেসসমূহ

কেস ১ :
পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে পোশাক রপ্তানিতে মালিকদের চাপে উৎস করের হার কমানো, 'বস্ত্র ও পোশাক শিল্প বোর্ড বিল' প্রণয়নে বাধা দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। (তথ্যসূত্রঃ টিআইবি, ২০১৩)

কেস ২ :
"এলজিইডি কমিটির যেসব সদস্য আছেন তারা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঠিকাদারি ব্যবসার সাথে জড়িত। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে সবাই প্রভাব বিস্তার করে। মন্ত্রণালয়ের কিছু অসাধু কর্মকর্তা সরাসরি এর সাথে জড়িত থাকে।" (তথ্যসূত্রঃ মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, সংসদীয় কমিটির সদস্য, ডিসেম্বর ২০১৩)

কেস ৩:
রেলওয়ের খালাশি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অর্থ লেনদেনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় রেলওয়ে সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায়। কমিটির সভাপতি ও সদস্যরা তাদের সুপারিশে চাকরি না হওয়ায় মন্ত্রীর কাছে জবাবদিহিতা চান, আর অন্যদিকে কারও কারও সুপারিশ রাখা এবং চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। প্রতি খালাশি পদের জন্য চার লাখ টাকার বেশি ঘুষ নেওয়ারও অভিযোগ করা হয় কমিটিতে। এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায় তা না করার প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে রেলের মহাপরিচালকের কাছে এ বিষয়ে তদন্তসাপেক্ষে প্রতিবেদন চাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। (তথ্যসূত্রঃ *দৈনিক যুগান্তর*, ২১ মে ২০১৫)

কেস ৪:
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সভাপতি উপস্থিত রাজউকের কর্মকর্তার কাছে নিজের জন্য প্লট চেয়েছেন। (তথ্যসূত্রঃ *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ আগস্ট ২০১৪)

কেস ৫:
নবম জাতীয় সংসদের সদস্য এবং অষ্টম সংসদের সাবেক স্পিকারের দুর্নীতি তদন্তে গঠিত উপকমিটি দুর্নীতির প্রমাণ পায় এবং তার প্রেক্ষিতে কমিটি নবম সংসদে তার সদস্যপদ বাতিলের সুপারিশ করে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের প্রস্তাব করলেও তার সদস্যপদ নবম সংসদের পুরো সময় বহাল ছিল। স্থায়ী কমিটি দুর্নীতি সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার পরও কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। (*দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ মে ২০০৯)

পরিশিষ্ট ৫

বিভিন্ন দেশের কমিটি ব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	যুক্তরাজ্য	ভারত	বাংলাদেশ
সরকারি ও বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব	আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক	আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক	সদস্য -আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সমানুপাতিক (দশম সংসদ); সভাপতি - সমানুপাতিক নয়
সভাপতি ও সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদস্যের সরাসরি অংশগ্রহণে কমিটির সদস্য ও সদস্যে সরাসরি অংশগ্রহণে সভাপতি নির্বাচন	সকল সদস্যের সরাসরি অংশগ্রহণে নির্বাচন	সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে সরকারদলীয় হুইপের প্রস্তাব অনুযায়ী সংসদে কণ্ঠভোটে নির্বাচন
কমিটিতে মন্ত্রীর সভাপতিত্ব ও সদস্যপদ	মন্ত্রী সভাপতি বা সদস্য নন	মন্ত্রী সভাপতি বা সদস্য নন	মন্ত্রী সভাপতি নন; পদাধিকার বলে সদস্য
আর্থিক কমিটিগুলোর সভাপতিত্ব	বিরোধী দলের	বিরোধী দলের	সরকারি দলের
কোরাম	৩ জন বা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে যেটি বেশী	এক-তৃতীয়াংশ	এক-তৃতীয়াংশ
কমিটির মেয়াদ	সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত	একবছরের জন্য গঠিত; প্রতিবছর পুনর্গঠিত হয়	সংসদের মেয়াদ পর্যন্ত
জাতীয় বাজেট প্রণয়নে কমিটির সম্পৃক্ততা	বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্পৃক্ততা আছে	বিভাগ সংশ্লিষ্ট কমিটির সম্পৃক্ততা আছে	কোনো কমিটির সম্পৃক্ততা নেই
কমিটি সভায় জনগণের প্রবেশাধিকার/উন্মুক্ততা	প্রবেশাধিকার আছে; টেলিভিশনে প্রচার করা হয়	জনসাধারণ/ গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই	জনসাধারণ/ গণমাধ্যমের প্রবেশাধিকার নেই
সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের উত্তর দেয়ার সময়সীমা	২ মাসের মধ্যে	৬ মাসের মধ্যে	কোনো বাধ্যবাধকতা নেই
সাক্ষ্য গ্রহণ ও নথি/ ব্যক্তিকে তলবের ক্ষমতা	ক্ষমতা আছে; সংশ্লিষ্ট বিভাগের পক্ষ থেকে সাড়া দেওয়ার নির্দেশনা থাকে	ক্ষমতা আছে	ক্ষমতা আছে; আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	আদেশপত্র হিসেবে প্রকাশ ও বাস্তবায়ন; অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্মারকলিপি দেওয়া হয় যা জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়	বাধ্যতামূলক না হলেও প্রায় তিন-চতুর্থাংশ বাস্তবায়িত	বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়; উল্লেখযোগ্য অংশ বাস্তবায়িত হয় না
অন্যান্য	সরকারি উচ্চপদে নিয়োগে সম্পৃক্ততা ও তদারকির ক্ষমতা	তথ্য পাওয়া যায় নি	নেই
	সাক্ষ্য গ্রহণে পৃথক সেশন	তথ্য পাওয়া যায় নি	নেই
	সংযোগ (Liaison) কমিটি	যৌথ (Joint) কমিটি; অনুপস্থিতি কমিটি	নেই
	দুইটি সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম	তথ্য পাওয়া যায় নি	নেই